জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglaDigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ভাড়া বাড়ছে

বাসভাড়া বাড়তে চলেছে। বেসরকারি বাসমালিকদের ভাড়া বৃদ্ধির দাবিকে যুক্তিসঙ্গত বলে পরিবহণমন্ত্রীর দাবি। সব খরচ বেড়েছে, তাই ভাবতে হবে আমাদেরকেও। উল্লেখ্য, বাসভাড়া কার্যত বাড়েনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে



নামবে পারদ

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত কয়েকদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। শুক্রবারের মধ্যে ১৮ ডিগ্রিতে নেমে আসবে পারদ। পশ্চিমের জেলাগুলিতে পারদ নেমে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছবে।

অক্সফোর্ড যাত্রাতে বাধা সিজেপির সৌরভ দাসকে



মেডিক্যালে ভর্তিতে দুর্নীতি রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৭১ • ২৫ নভেম্বর, ২০২৬ • ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ • বুধবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 171 • JAGO BANGLA • WEDNESDAY • 25 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

বাংলা সিনেমার স্বার্থে অনেক আগেই পদক্ষেপ করেছিলেন নেত্রী

পশ্চিমবঙ্গ আগেই ছিল, বাংলা নাম দরকার নির্দিষ্ট কারণেই

প্রতিবেদন : বাংলা ও ইংরেজিতে পশ্চিমবঙ্গ নাম রাখতে চাইছে রাজ্য সরকার। ঘটনা হচ্ছে, রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ আগেই ছিল। ইংরেজিতে ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল। প্রবাসী বাঙালিরা সকলেই জানেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল যা সেটাই বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ। ফলে পশ্চিমবঙ্গ নামটি ইংরেজিতে নতুন করে বলার মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ এবং ইতিহাসবিদেরা। কারণ, আগেই তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ছিলই। এই নামটাই সব জায়গায় পরিচিত। ইংরেজিতে আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গ লেখার কোনও কারণ নেই বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন ইতিহাসবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। তাঁদের মতামত নিয়েছিলেন। নাগরিকেরা রাজ্যের 'বাংলা' নামটি যুক্তিগ্রাহ্য বলে রায় দিয়েছিলেন। কারণ, এক্ষেত্রে সরকারি কাজে অনেকটা সুবিধা হয়। যখন সরকারি স্তরে প্রশাসনিক বৈঠক হয় তখন



ওয়েস্ট বেঙ্গলের 'ডব্লিউ'টা সবচেয়ে শেষে আসে। কিন্তু বাংলা নাম হলে 'বি' অক্ষরটি অনেক আগেই আসে। সর্বভারতীয় সরকারি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। তাড়াতাড়ি কাজগুলি হতে পারে। অথবা কোনও বৈঠকের শুরুতেই বক্তব্য রাখা যায়। এই সবদিক ভেবে, অর্থাৎ ইতিহাস ও বাস্তবসম্মত কারণেই বাংলা নামটিই বিশেষজ্ঞরা, শিক্ষাবিদরা এবং ইতিহাসবিদরা বাংলা নামের পক্ষে সিলমোহর দিয়েছিলেন। তার বদলে পশ্চিমবঙ্গ নামকরণের মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই, কোনও সুবিধাও হবে না।

এদিকে এর মধ্যেই নতুন বিপত্তি বাংলা সিনেমা নিয়ে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলে গিয়েছিলেন বাংলায় বাংলা সিনেমা সবাধিক গুরুত্ব পাবেই। আবার অন্য ভাষার যেসব ছবি সেগুলোকে সঙ্গে নিয়েই মিলেমিশে চলতে হবে। এটাই বাংলার রীতি। কিন্তু বাংলা সিনেমা (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



ভাষা

ভাষা প্রসারিয়া
দিকদিগন্তরে
সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি
গুঞ্জরিছে গান
ভাষার কদরে।
অঙ্কুরিছে বেলা
সর্বত্র সংহতি
ভাষা আদরে।
স্বর্ণক্ষেত্রে পরে।
ভাষার হাস্যলেশ
বনছায়ার বনতল
নিজভাষা
স্বর্গীয় বাসা,
ভাষার আঁচল
অলঙ্কারে সাজি
ভাষা ধরণী
সর্বত্র প্রিয় আজি।

রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে তৃণমূলের কার্যালয় দখল বিজেপির

ধোপাবাড়ির সাংসদদের সামনে রেখে দখলদারি

প্রতিবেদন : গদ্দারদের নিয়ে 'এনসিপিআই-এনসিপিআই' খেলা খেলছে বিজেপি। কখনও গদ্দার সাংসদদের নিয়ে, কখনও বিধায়কদের নিয়ে আবার কোথাও পুরসভা-পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে। এই কাজে পুলিশকেও কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি। একাধিক জায়গায় তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করে এনসিপিআইয়ের পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের সাহায্য বা মদত ছাড়া যা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, দিল্লিতে ধোপার বাড়ি যাওয়া গদ্দার-সাংসদরা অবশেষে চাপে পড়ে নিজেদের জবাব আলাদা আলাদাভাবে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দফতরে পাঠিয়েছে মঙ্গলবার।

এর আগে অন্তত ৫ বার গদ্দাররা স্পিকারের থেকে সময় চেয়ে নিয়েছেন নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য। সর্বশেষ গত ৩ নভেম্বর এই গদ্দার সাংসদদের তরফে ২১ দিন সময় চাওয়া হয় স্পিকারের কাছে। সেই চিঠির জবাবেই ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত শেষবারের মতো সময় দেওয়ার কথা জানানো হয় স্পিকারের দফতর থেকে। দলত্যাগ-বিরোধী আইনে এই ২০ জন গদ্দার সাংসদের পদ খারিজের জন্যা প্রত্যেকের নামে পৃথক আবেদন



স্পিকারের কাছে জমা দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকারের তরফে প্রাথমিকভাবে কোনও পদক্ষেপ না করায় সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন অভিষেক। তার পরই বাধ্য হয়ে প্রত্যেক সাংসদের কাছে আলাদা আলাদাভাবে নোটিশ দিয়ে জবাব তলব করেন স্পিকার। গোটা প্রক্রিয়া যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়, তার জন্যে নজরদারি চালাচ্ছে শীর্ষ আদালত। (এরপর ৬ পাতায়)

লগ্নি ও চাকরিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ মোদি

প্রতিবেদন : মুখ থুবড়ে পড়ল মোদি সরকার। দেশের শিল্পোৎপাদনের প্রসারে ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবচেয়ে ঢাকঢোল পেটানো স্কিম প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেন্টিভ (পিএলআই) এখন সরকারের নিজের রিপোর্টেই ব্যর্থতার মুখে। পিএলআই স্কিমের মূল বিষয় ছিল, দেশের মধ্যে থেকে কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠান আগের বছরের থেকে বেশি জিনিস বানিয়ে বিক্রি করলে সরকার সেই বাড়তি বিক্রির উপর নির্দিষ্ট হারে টাকা দেবে ইনসেন্টিভ হিসাবে।



কেন্দ্রের রিপোর্টেই মুখ পুড়ল বিজেপি সরকারের

২০২০ সালের মার্চে করোনার শুরুতে এই স্কিম চালু করে কেন্দ্র। তখন গোটা দেশ টের পেয়েছিল, ওষুধের কাঁচামাল থেকে শুরু করে মোবাইলের যন্ত্রাংশ, সবকিছুর জন্য ভারত কতটা চিনের উপর নির্ভরশীল। চিন থেকে জিনিস না এলে দেশে কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল! সেই অবস্থা থেকে বেরোতে আত্মনির্ভর ভারত-এর স্লোগান দিয়ে পিএলআই স্কিম আনা হয়।

আত্মনির্ভর ভারতের ডাক দিয়ে তখন মোদি সরকার জানিয়েছিল, দেশে বড় বড় কারখানা হবে, আমদানি কমে রফতানি বাড়বে এবং কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি হবে। প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছিল প্রায় ১ লক্ষ ৯১ হাজার কোটি টাকা। (এরপর ৬ পাতায়)



বিধ্বংসী বৈভব অসংখ্য রেকর্ড

প্রতিবেদন : বৈভব সূর্যবংশী যেন সুপার টর্নেডো। এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে যে ইনিংস খেলল ১৫ বছরের নাবালক, তা এক কথায় বেনজির, অভূতপূর্ব। কী কী রেকর্ড করলেন বৈভব? ১) ২৮ বলে সবচেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি। ২) ৪০ বলে দ্রুততম ১৫০ রান। ৩) ৫২ বলে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি। ৪) এক ইনিংসে সর্বাধিক ২৮টি ছক্কা। ৫) ৫০ ওভারে ২৫০ রানের টার্গেট মাত্র ১৪.২ ওভারে পৌঁছে যাওয়াও ক্রিকেট-বিশ্বে এই প্রথম।

নানা রকম

জাগোবাংলা
25 November, 2026 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৩ শক্তি চট্টোপাধ্যায়
(১৯৩৩-১৯৯৫) এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনানন্দ-উত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি। জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি। তাঁকে নিয়ে নানান গল্পকথা ঘুরত লোকের মুখে মুখে। বাড়িতে গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না, অফিসে গেলেও না, বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ির লোককে না জানিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যান। ফলে প্রথম কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালের অগাস্ট মাসে, আর সেটা বই হয়ে বেরোয় ১৯৬১ সালের গোড়ায়। তিনি রবীন্দ্র-অনুকরণেই লিখেছিলেন 'দূর বাগানের কেতকী ফুল/ হয়তো এখন ফুটে আকুল/ শেষ শ্রাবণের মেঘে'র মতো লাইন। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা 'স্ববিরোধী'তে বোধহয় মিলে যায় এর কারণের ইঙ্গিত। —'তোমার বিষণ্ণ গান আমায় করেছে স্ববিরোধী.../ বৃষ্টি শুরু, হলুদ অমলতাসে বৃষ্টি ঝরে পড়ে/ উদাসীন মাঠে বৃষ্টি, রঙিন কাঁকরগুলি হাঁ করে/ ধুলোয় পড়ে আছে।' হেমন্তের হরকরা শক্তি লিখেছিলেন, 'কোথায় তোমার দুঃখকষ্ট, কোথায় তোমার জ্বালা/ আমায় বলো, আমারই ডালপালা'। ছাত্রজীবনে ক্লাসছুট, স্বেচ্ছাচারী শক্তি আনন্দবাজার থেকে অবসর নেওয়ার পর বিশ্বভারতীর অনুরোধে ৯৫ সালে পড়াতে রাজি হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 'ভিজিটিং' প্রফেসর হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের পুনর্মিলন উৎসবের স্মারকপত্রের জন্য লিখেছিলেন শেষ কবিতা, 'হঠাৎ অকালবৃষ্টি শান্তিনিকেতনে/ রাতভোর বৃষ্টি হল শান্তিনিকেতনে/ আমের মঞ্জরী পেল বৃষ্টি ও কুয়াশা/ বসন্তের মুখোমুখি শিমুল পলাশ।' তাঁর দোষ, গুণ, হঠকারিতা— সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভাল না বেসে পারা যেত না। 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো', 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই'। 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'দাঁড়াবার জায়গা' (উপন্যাস), 'অবনী বাড়ি আছো?' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক নিজেও লিখে গিয়েছেন, 'ভালবাসা ছাড়া আর কোনও যোগ্যতাই নেই এই দীনের'।





২০২০ দিয়াগো মারাদোনা
(১৯৬০-২০২০) এদিন প্রয়াত হলেন। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতাব্দীর সেরা গোল করেছিলেন আর্জেন্তিনার ১০ নম্বর জার্সিধারী। খেলার বয়স তখন ৫৫ মিনিট। তার ঠিক মিনিট চারেক আগে পিটার শিলটনকে বোকা বানিয়ে হাত দিয়ে গোল করেছিলেন তিনি। পরে সেই গোল প্রসঙ্গে মারাদোনা বলেছিলেন, "আমার সতীর্থরা কখন এসে আমাকে আলিঙ্গন করবে, তার অপেক্ষায় ছিলাম। দেখলাম কেউই এগিয়ে এল না। আমি ওদের বললাম, এসো আমাকে আলিঙ্গন করো।" পরে সাংবাদিক বৈঠকে সেই গোল নিয়ে রহস্য আরও বাড়িয়ে দিয়ে মারাদোনা বলেছিলেন, "ওটা ঈশ্বরের হাত ছিল।" আসলে দিয়েগো মারাদোনা একটা আবেগের নাম। কিংবদন্তি, নায়ক, ফুটবলের ব্যাড বয়... কোনও একটা সংজ্ঞায় বাঁধা যেত না সাড়ে ৫ ফুট উচ্চতার মানুষটাকে।

২০১৬ ফিদেল কাস্ত্রো
(১৯২৬-২০১৬) এদিন প্রয়াত হন। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৭৬ অবধি কিউবার প্রধানমন্ত্রী, ১৯৭৬ থেকে ২০০৮ অবধি সে-দেশের প্রেসিডেন্ট, ১৯৬১ থেকে টানা ২০১১ অবধি কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক। সালতামামিই একনায়ককে নির্ভুল চিনিয়ে দেয়। বিশের দশকে স্পেন থেকে কিউবায় আসা অভিবাসী আখচাষি আনহেল কাস্ত্রো ই আর্গিস-এর পুত্র যখন জন্মাচ্ছেন, রুশ বিপ্লবের বয়স এক দশকও হয়নি। চিনে ৩৩ বছরের কমিউনিস্ট নেতা মাও জে দং জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং চাষিদের খাজনা না দিতে আবেদন করছেন। এশিয়া, আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশই তখন বিদেশি শাসকের অধীনে। আর নব্বই বছরের ফিদেল আলেহান্দ্রো কাস্ত্রো যখন মারা গেলেন, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্তিত্বহীন, চিন দুনিয়ার অন্যতম ক্ষমতাশালী দেশ, মাওয়ের বিপ্লবী নীতি সে-দেশে হাজার টাকার অচল নোট। পৃথিবী বদলে গিয়েছে।



১৯৩৪ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়
(১৯৩৪-১৯৯৮) এদিন বর্ধমানের মন্তেশ্বরে জন্ম নেন, বিশিষ্ট পালাকার। ১৯৬০-এ চিৎপুরের যাত্রাপালা জগতে তাঁর প্রবেশ। তাঁর জনপ্রিয় পালাগুলির মধ্যে আছে 'রক্তে ধোয়া ধান', 'একটি পয়সা', 'মা মাটি মানুষ', 'অচল পয়সা', 'ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ', 'শান্তি তুমি কোথায়' ইত্যাদি।



১৯৮১ রাইচাঁদ বড়াল
(১৯০৩-১৯৮১) এদিন প্রয়াত হন। সুরশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক, সঙ্গীতিয়া হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। প্রায় ১৫০টি ছবির সুরকার ছিলেন। আগে নাচগানের দৃশ্যে শ্যুটিংয়ের সময় গান রেকর্ড করা হত। সে-অসুবিধাও দূর করেন রাইচাঁদ।



কর্মসূচি



জলঙ্গির এম আই মডেল অ্যাকাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বাবর আলি।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৯১

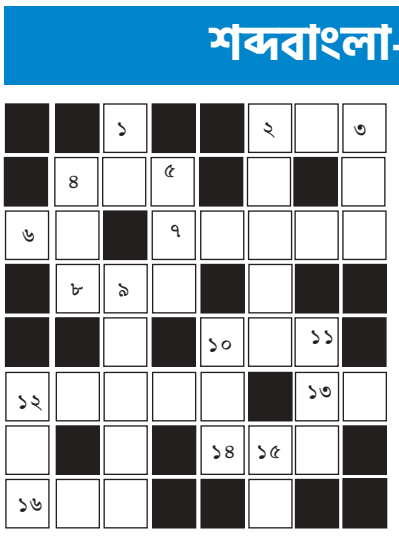

পাশাপাশি : ২. লুকোনো, লুকিয়ে রয়েছে এমন ৪. আপত্তি ৬. শোভা, দীপ্তি ৭. বয়ঃসন্ধির সময় মুখে উদ্‌গত ব্রণ ৮. জাল ১০. লোহাসংক্রান্ত, লোহানির্মিত ১২. লেখার কাজে পটুতা ১৩. আংটি ১৪. পৃথিবী, ভুবন ১৬. ভিন্ন।
উপর-নিচ : ১. খুঁটি, স্তম্ভ ২. বসন্তকাল ৩. শিশু বৃষ ৪. অপরিচিত, অজানা ৫. কুঠার ৯. কাজ করার বা শেখাবার জন্য আয়োজিত অস্থায়ী কর্মশালা ১০. সবজি, কাঁচা তরকারি ১১. নদী ১২. বাদী, ফরিয়াদি ১৫. উল্লেখের যোগ্য।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৯০ : পাশাপাশি : ১.বিপ্রতিষেধ ৪. চালানি ৫. অভিযোগ ৬. মউচাক ৮. বহিত্র ৯. তবররক।
উপর-নিচ : ১. বিনিয়োগ ২. তিতিক্ষা ৩. ধর্মবণিক ৫. অনর্থপাত ৬. মরুবক ৭. ঘুঙুর।

২৪ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৮৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৫০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৪১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৩.২৮	৯৩.৭৪
ইউরো	১০২.০০	১০৩.২২
পাউন্ড	১২১.৮৭	১২৩.০০

নজরকাড়া ইনস্টা



পাওলি দাম



মধুমিতা সরকার

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
আমার শহর
25 November, 2026 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in
৩
২৫ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের পোশাকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ জারি শিক্ষা দফতরের

বেঙ্গলি ফার্স্ট, প্রাইম টাইম নীতিতে জট কাটান নেত্রীই

প্রতিবেদন : শেষ পর্যন্ত সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই পা বাড়াতে হল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে! বাংলা ছবির প্রদর্শন ঘিরে তৈরি হওয়া বিবাদ মেটাতে অবশেষে রাজ্যের প্রাক্তন সরকারের গৃহীত 'বেঙ্গলি ফার্স্ট' বা প্রাইম টাইম নীতিকেই আঁকড়ে ধরতে হল বর্তমান বিজেপি সরকারকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি মেনে নবান্নে চলচ্চিত্র জগতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের প্রতিটি সিনেমা হলে প্রাইম টাইমে অন্তত একটি বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু এই ঘোষণার পরেই রাজনৈতিক ও চলচ্চিত্র মহলে তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, পূর্বসূরির তৈরি-করা নীতি যদি এতই কার্যকর হয়, তবে বিজেপি সরকার এতদিন তা প্রয়োগ করেনি কেন? কেন এতগুলো দিন বাংলা ছবির স্বার্থে এই নিয়মকে হিমঘরে পাঠিয়ে রাখা হয়েছিল?

সম্প্রতি 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' ছবির শো কমিয়ে দেওয়া এবং পরবর্তীকালে প্রেক্ষাগৃহ থেকে ছবিটি সরিয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক দানা বাঁধে। বাংলা সিনেমার প্রতি এই বঞ্চনার আবহেই নবান্নে চলচ্চিত্র জগতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে জানতে চাওয়া হয়, কার নির্দেশে ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করা হয়েছে? অবিলম্বে শো পুনরায় চালুর নির্দেশও দেন তিনি। অন্য ভাষার ছবি প্রদর্শনে কোনও বাধা না থাকলেও প্রতিটি



হলে বাংলা ছবির জন্য নির্দিষ্ট প্রাইম টাইম শো নিশ্চিত করতেই হবে।

তবে নবান্নের এই কড়া বার্তার আড়ালে থাকা প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং দ্বিচারিতা নিয়েই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে। চলচ্চিত্র মহলের একাংশের মতে, প্রাইম টাইমে বাংলা ছবি প্রদর্শনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নতুন কিছু নয়— আগের সরকারের আমলেই এই নীতি নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, বর্তমান সরকারের উদাসীনতার কারণেই দীর্ঘদিন ধরে সেই সিদ্ধান্তের যথাযথ প্রয়োগ হয়নি, যার সুযোগ নিয়ে মাল্টিপ্লেক্স ও প্রেক্ষাগৃহগুলোতে একের পর এক বাংলা ছবির শো কমিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'-কে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার পর শেষপর্যন্ত ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই পুরনো নীতিতেই সিলমোহর দিতে বাধ্য হল নবান্ন। এই নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, 'একটা কথা বুঝছি না, সব সিনেমা হলে প্রাইম টাইমে বাংলা ছবি বাধ্যতামূলক, এটা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাহলে এখন আবার জট পাকানো বা জট খোলার গল্পটা আসছে কেন?'

বৈঠকে উপস্থিত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের কথাতেও পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গই উঠে এসেছে। বৈঠক শেষে তিনি জানান, আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রাইম টাইমে বাংলা ছবি প্রদর্শনের স্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, আগেও প্রাইম টাইমের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এবার সেটিকে আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সেইসঙ্গে বিশেষজ্ঞ মহলের মত, যে নীতি আগে থেকেই তৈরি ছিল, তা কার্যকর করতে কেন একটি বিতর্কের জন্য অপেক্ষা করতে হল এবং এতদিন কেন তা ফেলে রাখা হয়েছিল— সেই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে পারছে না বর্তমান সরকার।

ভ্যাট তুলে ফুটপাথ দখল করে বিজেপির পার্টি অফিস



ফুটপাথ দখল করে এভাবেই ঘোলায় তৈরি হচ্ছে বিজেপির কার্যালয়।

প্রতিবেদন : পুরসভার ভ্যাট ভেঙে, ফুটপাথ দখল করে বিজেপির পার্টি অফিস! পানিহাটি ঘোলার ঘটনা। এই প্রশাসনই একদিকে বুলডোজার চালাচ্ছে। ফুটপাথের দোকান তুলতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। অন্যদিকে, সেই সরকারের চ্যালা-চামুণ্ডারা সাধারণ মানুষের রাস্তা আটকে পার্টি অফিস বানানোয় তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তাঁরা পুরসভা সহ বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাতেও লাভ হয়নি।

পানিহাটি পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুনীত ব্যানার্জি স্ট্রিটের ঘটনা। ঘোলার ওই ব্যস্ত রাস্তার ফুটপাথ দখল করা হয়। ঘোলা বাজার থেকে হাইস্কুল হয়ে পুরনো পোস্ট অফিস লাগোয়া এলাকায় প্রচুর দোকান ও বসতবাড়ি রয়েছে। তৃণমূল আমলে পুরনো পোস্ট অফিস মোড় লাগোয়া রাস্তার উপর শৌচাগার, স্নানাগার ও ভ্যাট নির্মাণ করেছিল পুরসভা। ভ্যাটে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ আবর্জনা ফেলতেন। সকালে পুরসভার গাড়ি আবর্জনা তুলে নিয়ে যেত। কালীপুজোর পর এলাকাবাসী আচমকা দেখেন, বিজেপি নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে ওই জায়গার ভ্যাট ভেঙে দিচ্ছে। এরপর ওই জায়গায় বিজেপির পার্টি অফিস তৈরির কাজ শুরু হয়। ভ্যাটের জায়গা দখল করার পাশাপাশি রাস্তার ফুটপাথও দখল করে নেওয়া হয়। বিজেপির দাদাগিরি নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও বাজারের ব্যবসায়ীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা পুরসভায় অভিযোগ জানালেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ।

শীতের ব্যাটিং শুরু বঙ্গে ১৮ ডিগ্রিতে নামবে পারদ

প্রতিবেদন : দক্ষিণবঙ্গে আপাতত কয়েকদিন বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। জমিয়ে শীত পড়বে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রার পতন হতে শুরু করেছে। শুক্রবারের মধ্যে ১৮ ডিগ্রিতে নেমে আসবে পারদ। পশ্চিমের



জেলাগুলিতে পারদ নেমে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছবে। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী সাতদিন কলকাতার আবহাওয়া পুরোপুরি শুষ্ক থাকবে। ধাপে ধাপে কমতে শুরু করবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও। বুধবার থেকেই উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে একধাক্কায় নামবে পারদ। গাঙ্গেয় বঙ্গে ইতিমধ্যে বেশ শীত-শীত ভাব অনুভূত হচ্ছে। আপাতত এমন পরিবেশই বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, সন্ধের পর থেকে বাড়বে ঠান্ডা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় ভোরের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গের এই আট জেলায় ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা ৯৯৯ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে থাকবে। নভেম্বরের শেষে ও ডিসেম্বরের শুরুতে আদৌ বৃষ্টি হবে কি না, জানা যায়নি। এক বেসরকারি আবহাওয়া সংস্থা দাবি করেছিল নভেম্বরের শেষের দিকে ফের একটি ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে। তবে এই সংক্রান্ত এখনও কোনও খবর মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়নি।

বিজেপি নেতাই রেখার অসুস্থতা নিয়ে এবার তদন্ত চেয়ে বসলেন!

প্রতিবেদন : বিজেপির হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক রেখা পাত্র অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর অসুস্থতার পিছনে কোন ঘটনা রয়েছে তার তদন্ত চেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার কারণ, স্থানীয় সূত্র এবং রাজনৈতিক মহলের খবর, ঘটনার পিছনে কিছু বিষয় রয়েছে যা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। খুব সঙ্গত কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ঘটনার তদন্ত চেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিজেপি নেতা কাসেম আলি বলেন, রেখার অসুস্থতার পিছনে রয়েছে খাদ্যে বিষক্রিয়া। এবং এই বিষ নাকি রেখার বাড়ি পাঠিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। কাসেম এই রাজনৈতিক জোকারি করতে গিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকেছেন। তার কারণ তৃণমূল অনেক আগে থেকেই এই ঘটনার তদন্ত চেয়েছে। কাসেমও এই ঘটনার তদন্ত চেয়েছেন। ফলে অবিলম্বে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। তার কারণ বিভিন্ন সূত্র থেকে শোনা যাচ্ছে, বিজেপি বিধায়ক রেখা নাকি চাষের ব্যবহৃত কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। এবং এর পিছনে সম্পর্কের টানাপোড়েন রয়েছে। ফলে কাসেমের দাবি মেনেই নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই আসল ঘটনা জানা যাবে।

শিয়ালদহ বিভাগে রেললাইনের নিচে নিকাশি নালায় নামল ধস

প্রতিবেদন: শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার রেল লাইনের নিচে অবস্থিত নিকাশি নালায় আচমকা ধস। ধসের জেরে ফাটল পাইপের একাংশ। শিয়ালদহ স্টেশনের একেবারে সামনেই এই ঘটনা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই যাত্রীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আশঙ্কা। তবে এই ধস লুপ লাইনের নিচে হওয়ায় এখনও পর্যন্ত ট্রেন চলাচলে কোনও প্রভাব পড়েনি। তবে তা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা পুরোপুরি কাটছে না। রেল সূত্রে খবর, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার দিকে স্টেশন থেকে বেরনোর ঠিক মুখেই এই বিপত্তি ঘটে সোমবার রাতের দিকে। ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেলকর্মীরা কাজ শুরু করেছেন। যেহেতু এলাকাটি কলকাতা পুরসভার। তাই পুরসভার কর্মীরাও রয়েছেন সেখানে। মঙ্গলবার সকালেও সেই কাজ চলছে। বহু পুরনো এই নিকাশি নালায় ধসের জেরে রেলট্র্যাকের নিচে জলের পাইপ ফেটে গিয়েছে। এরপরই দ্রুত কাজে নামেন রেলকর্মীরা। তবে যেখানে এই সমস্যা হয়েছে, সেটি মেন লাইন নয়, লুপ লাইনে। তাই রেল আশ্বস্ত করে জানিয়েছে, এই কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে কোনও প্রভাব পড়বে না।



চলছে মেরামতির কাজ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেন নাটক?

বাংলা ছবির মাল্টিপ্লেক্স আর হলে দেখানো নিয়ে অযথা একটি নাটকীয় পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। হঠাৎ কেন বাংলা ছবি দেখানোয় বাধা, কে বাধা দিল, কেন বাধা তৈরি হল, এগুলো এক্ষেত্রে মানুষের জানার প্রয়োজন রয়েছে। তার কারণ বছর দেড়েক আগে ২০২৫ সালের বাংলা ছবিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে সার্বিকভাবে সরকারি সিলমোহর দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৫-এর ১৩ অগাস্ট টলিউডের শিল্পী-কলাকুশলীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে সব মিলিয়ে পাঁচটি সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এক, প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি মাল্টিপ্লেক্স এবং সিনেমা হলে বাংলা ছবি দেখাতে হবে। ৩৬৫ দিন প্রতিদিন অন্তত একটি ছবি দেখাতেই হবে। দুই, এই বাংলা ছবি নির্দিষ্ট প্রাইম টাইম অর্থাৎ বিকেল তিনটে থেকে রাত ন'টার মধ্যে শো রাখতে হবে। তিন, শুধু মাল্টিপ্লেক্সের একটি স্ক্রিন নয়, প্রত্যেকটি স্ক্রিনের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে। চার, ছোট প্রযোজক এবং এমন ছবিগুলিকে প্রেক্ষাগৃহে জায়গা দেওয়ার লক্ষ্য ছিল যেগুলি বড় ছবির সঙ্গে শো পেতে সমস্যায় পড়ত। পাঁচ, এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। প্রথম চারটি সিদ্ধান্ত যাতে সরকারিভাবে সিদ্ধ হয়, তার জন্য রাজ্যের তথ্যসংস্কৃতি দফতর নির্দেশ জারি করে ১৯৫৬ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনেমাস (রেগুলেশন অফ পাবলিক এগজিবিশন) রুলস সংশোধন করা হয়। অর্থাৎ সরকারি সিলমোহর দিয়ে এই সিদ্ধান্ত লাগু হয়। প্রশ্ন, তাহলে এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ ভাঙল কে? কেন ভাঙল? কে এই সরকারি সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘন করল? নাকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়, এমন নাটক ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হল। যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তাতেই যখন সিলমোহর পড়ল তখন কেন এই নাটক তৈরি করা হল?

e-mail থেকে চিঠি

এই যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে?

ইউরোপের দেশে দেশে ক্রমবর্ধমান ছাত্র বিক্ষোভ, আমেরিকায় চরম দক্ষিণপন্থার অনুগত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্রবণতা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নতুন দাবিতে নতুন ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কম বয়সিদের অংশগ্রহণ। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপালে নতুন প্রজন্মের ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের জেরে জমানা বদল হয়ে গেছে। সমকালীন সময়ের অন্যতম প্রধান প্রবণতা চলমান বা চিরাচরিত আর্থ-সামাজিক কাঠামো তথা প্রচলিত সিস্টেমের বিরোধিতা। তার সামনে সারিতে থাকছে ছাত্র-যুবরা, বিশেষ করে শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে তারা সিস্টেমের সমালোচনা করছে, বিরোধিতা করছে, বদলানোর দাবি জানাচ্ছে। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নয়া ফ্যাসিবাদ গত তিন চার দশক ধরে যে সিস্টেম গড়ে তুলেছে তা নতুন প্রজন্মকে নানান স্বপ্ন দেখালেও বাস্তবে তার কিছুই সফল করতে পারেনি। নয়া উদারবাদ পুরানো কল্যাণকামী জাতি রাষ্ট্রকে ভেঙে বিশ্বায়নের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে। পুঁজির, পণ্যের বিশ্বময় অবাধ বিচরণের সুযোগ দিলেও শ্রমের অবাধ বিচরণের সুযোগ দেয়নি। বৃহৎ বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজি দুনিয়া দখলদারির সুযোগ পেলেও মুনাফার অংশীদার সার্বভৌম দেশগুলি পায়নি। তেমনি বিশ্ব পুঁজিবাদের বহুজাতিক পুঁজি দেশে দেশে তাদের এজেন্ট বা সহযোগী কর্পোরেট তৈরি করলেও আদতে শ্রমজীবীদের স্বার্থে কিছু করেনি। ফলে অকল্পনীয় হারে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বেড়েছে, ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে, কর্মসংস্থান তৈরি না করে বেকারি, আধা-বেকারি ও নিম্ন বেকারি বাড়িয়েছে। মানুষের রুজি বাড়ানোর ব্যবস্থা করেনি। ফলত বৈষম্য তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এই বাস্তবতা দেশে দেশে ছাত্র-যুব সমাজকে আশাহত করেছে। তাদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভে স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনা বাড়িয়েছে। সর্বোপরি সিস্টেম বদলের দাবিতে থিতু করেছে। জেন জি যে ভাষায় যে কথা বলছে, যে দাবি সামনে আনছে তার অন্তর্নিহিত সুরটা আসলে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার মর্মবস্তু। তারা গণতন্ত্রের কথা, অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের কথা বলছে। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানকে তুলে ধরছে। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে। বৈষম্য বিরোধী সমতার কথা বলছে। স্বচ্ছতার কথা বলছে। ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের কথা বলছে।

—তিস্তা সেনগুপ্ত, বিজয়গড়, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

গুরু নানক ও পশ্চিমবঙ্গ

গুরু নানকের বাণী বঙ্গ জীবনের মানবতাবাদী ঐতিহ্য, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সামাজিক সাম্যের আদর্শের সাথে গভীরভাবে মিশে থাকায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শ শতকে তাঁর বাংলা সফর এবং বঙ্গীয় মনীষীদের ওপর তাঁর দর্শনের প্রভাব এ-অঞ্চলের সংস্কৃতি ও সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। লিখছেন **অরুণা কাঞ্জিলাল**

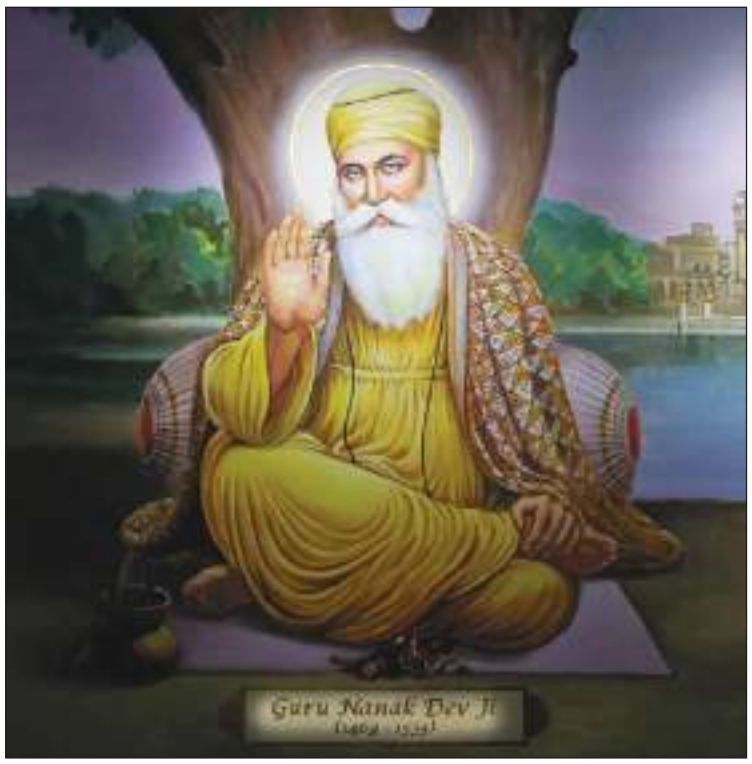

এ যুগের অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ এক নতুন যুগের বার্তা বহন করে এনে জগৎ সংসারকে শোনালেন— 'যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে— এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব সব পরস্পর ঝগড়া করছে। এ বুদ্ধি নেই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যিশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এ রাম তাঁর হাজার নাম।' তার পরই তিনি বললেন, 'সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য।' শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববাহী স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন— '...এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম।' তারপরই তিনি শোনালেন— 'অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ।'

এবার যদি আমরা ইতিহাসের গতিপথ ধরে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর পিছিয়ে যাই, তাহলে সেই অদূর-অতীতের অস্পষ্ট অন্ধকার ভেদ করে শুনতে পাব আরেকজন মহাসাধকের কণ্ঠস্বর, যিনি মুক্তকণ্ঠে বলছেন, 'আমার কাছে নেই কোনও সম্প্রদায়ের প্রশ্ন, নেই উচ্চনীচের পার্থক্য। হিন্দু-মুসলমানেরও কোন ভেদ নেই আমার দৃষ্টিতে।' তিনি শিখ ধর্মের প্রবর্তক এবং মানবতাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিশারি গুরু নানক। গুরুনানক বললেন, 'পুণ্যবান এবং পাপী বলে কোনও ব্যক্তি নেই। অবিদ্যার ভ্রমে পাপ এবং পুণ্য বলে দুই প্রকার ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হয়।...মানুষ নিজে কর্ম করে এবং নিজেই সেই কর্মের ফল ভোগ করে থাকে।' আর স্বামী বিবেকানন্দ কী বললেন? তিনি বললেন, 'এ সংসারে পাপ বলে কিছু নেই। নিজেকে পাপী ভাবাটাই সব থেকে বড় পাপ। কাপুরুষেরাই পাপ করে থাকে, বীর কখনও পাপ করে না— মনে পর্যন্ত পাপ চিন্তা আসতে দেয় না।' তাঁর সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক কেবল ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বাংলার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাঞ্জাবের তলবন্দিতে জন্মগ্রহণ করলেও, সত্য ও শান্তির অন্বেষণে গুরু নানক তাঁর দীর্ঘ পদযাত্রায় সুদূর পূর্ব ভারত তথা অবিভক্ত বাংলায় পদার্পণ করেছিলেন। ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে তাঁর এই আগমন বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছিল।

ইতিহাসবিদ ও শিখ ধর্মগ্রন্থ 'জনমসখী'-র তথ্য অনুযায়ী, গুরু নানক তাঁর জীবনের চারটি বৃহৎ আধ্যাত্মিক যাত্রার (যাকে শিখ পরিভাষায় 'উদাসী' বলা হয়) প্রথম যাত্রায়, আনুমানিক ১৫০৬ থেকে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব ভারতে এসেছিলেন। বিহার হয়ে তিনি অবিভক্ত বাংলায় প্রবেশ করেন। সেই সময় বাংলা ছিল ভক্তি আন্দোলন ও সুফিবাদের এক উর্বর ক্ষেত্র। গুরু নানক তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী ভাই মর্দানাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পদব্রজে ভ্রমণ করেন।

তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদিয়া এবং কলকাতার পাশাপাশি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটেও গিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে তিনি সাধারণ মানুষ, সাধু-সন্ত এবং পণ্ডিতদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনায় মিলিত হন।

বাংলায় গুরু নানকের পদধূলি পড়ার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে ঐতিহাসিক গুরুদ্বার নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কলকাতার বড়বাজার এলাকার কটন স্ট্রিটে অবস্থিত 'গুরুদ্বার বড়ি সঙ্গত'। কথিত আছে, কলকাতা অবস্থানকালে গুরু নানক এই স্থানেই বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং স্থানীয় মানুষদের উপদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া মালদহ জেলাতেও তাঁর স্মৃতিবিজড়িত একটি প্রাচীন গুরুদ্বার রয়েছে, যেখানে আজও ভক্তদের সমাগম ঘটে।

গুরু নানক বাংলায় এসে জাতপাত, কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন যে, ঈশ্বর এক এবং তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ সমান। তাঁর এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী বাংলার সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। উল্লেখ্য, এই পূর্ব ভারত ভ্রমণকালেই ওড়িশার পুরীতে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে গুরু নানকের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ঘটেছিল বলে বহু ঐতিহাসিক ও গবেষক উল্লেখ করেছেন। দুই মহান সাধকের এই মিলন ও কীর্তন তৎকালীন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল।

গুরু নানকের দেখানো 'লঙ্গর' (নিঃশর্ত অন্নদান) এবং 'সেবা'-র আদর্শ বাংলার মাটিতেও গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে। পরবর্তীকালে বহু বাঙালি পরিবারও গুরু নানকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'নানকপন্থী' বা 'সহজধারী' শিখ হিসেবে তাঁর বাণী অনুসরণ করতে শুরু করেন।

আজও গুরু নানক জয়ন্তী বা প্রকাশ পরবে কলকাতা-সহ গোটা বাংলার গুরুদ্বারগুলিতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় আগে গুরু নানক বাংলার মাটিতে যে মানবতা ও সম্প্রীতির বীজ বপন করেছিলেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও জীবন্ত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গুরুনানকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজি বলেছেন, 'রামানন্দ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তরা দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও মানুষের সম-অধিকার প্রচারে সকলে একমত ছিলেন।'

জাগোবাংলা
রাজ্য
25 November, 2026 • Wednesday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in
৫
২৫ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার

৩ দিনে পাঁচ দফায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ৩ লক্ষ টাকা। প্রতারণার শিকার শিবপুরের বেতাইতলার বাসিন্দা প্রদীপ কুমার

টাকার বিনিময়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি! কোটা নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : মেডিক্যাল কলেজে টাকার বিনিময়ে এমবিবিএস-এ ভর্তির গুরুতর অভিযোগ। ডোনার বা 'ট্রাস্ট কোটা' এবং 'সেন্ট্রাল পুল' কোটায় টাকার বিনিময়ে এই ভর্তি নেওয়া হচ্ছে বলে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। ২০২৬ সালের নিট-ইউজি উত্তীর্ণ এক পরীক্ষার্থী মামলাটি দায়ের করেন। মামলাকারীর দাবি, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ডোনার কোটায় যাঁদের ভর্তি নেওয়া হয়েছে, তাঁদের ভর্তি বাতিল করা হোক। অনলাইন পোর্টালের বাইরে সমস্ত এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রাখারও আর্জি জানানো হয়েছে।

এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহার প্রশ্ন, অনলাইন কাউন্সেলিং ছাড়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে কীভাবে ডোনার ও সেন্ট্রাল পুল কোটায় ভর্তি নেওয়া হচ্ছে? আবেদনকারীর



আইনজীবী আদালতে জানান, গত ১১ অগাস্ট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কাউন্সেলিং কমিটি অফলাইনে আসন বণ্টনের অনুমতি দিয়েছে। এর ফলে ভর্তির ক্ষেত্রে বেআইনি আর্থিক লেনদেন হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে আসন বিক্রি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বিচারপতি রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটিকে প্রশ্ন করেন, আপনারা কীভাবে প্রার্থী নিচ্ছেন? নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কি ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে? অন্তত যোগ্য প্রার্থীকে ভর্তি নেওয়া হোক। এরপরই আদালত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন ও রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটিকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ওই কোটায় ভর্তি হওয়া প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য, নম্বর ও র‍্যাঙ্কও রিপোর্টে জানাতে হবে। কাউন্সেলিং ছাড়া কোনও মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানে নিট-ইউজিতে ভর্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

উদাসীন জেলা প্রশাসন

৬০০ ফুট নদীবাঁধে ধস আতঙ্কে হিঙ্গলগঞ্জবাসী



সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ: রায়মঙ্গল নদীর ভাঙনে আতঙ্কে এলাকাবাসী। ভাঙন রুখতে কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেই। প্রায় ৬০০ ফুট নদীবাঁধের কোথাও ভাঙন, কোথাও ধস। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। এবার বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের রামাপুর স্কুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রায়মঙ্গল নদীর এই অংশের বাঁধ বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রায় ৬০০ ফুট এলাকাজুড়ে কোথাও বাঁধের মাটি ধসে গিয়েছে, কোথাও আবার ভাঙন ধরেছে। অথচ একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানিয়েও বাঁধ মেরামতির কোনও দৃশ্যমান উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বর্ষা কিংবা নদীতে জলের চাপ বাড়লে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের। বাঁধ ভেঙে গেলে শুধু বসতবাড়িই নয়, বিস্তীর্ণ কৃষিজমি এবং মাছের ভেড়িও জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কার্যত বড় বিপর্যয়ের অপেক্ষায় রয়েছে একাধিক গ্রাম। স্থানীয়দের দাবি, বিপর্যয় ঘটার পর তৎপরতা দেখানোর বদলে এখনই জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করতে হবে। এখন প্রশ্ন, প্রশাসনের দরজায় বারবার কড়া নাড়ার পরেও কি বিপর্যয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে গ্রামবাসীদের? নাকি বড় কোনও ক্ষতি হওয়ার আগেই ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? ক্ষোভে ফুটছে হিঙ্গলগঞ্জের মানুষ।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে তরুণীকে ছুরির কোপ স্ত্রীর

প্রতিবেদন : স্বামী বিএলও। স্ত্রীর সন্দেহ প্রতিবেশী তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তাঁর স্বামীর। সন্দেহের বশে তরুণীর বাড়িতে গিয়ে ছুরি দিয়ে কোপালেন ওই বিএলওর স্ত্রী! চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর এলাকায়। জখম তরুণী বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় এলাকায় হইচই পড়ে যায়।

অশোকনগরের নয়াসমাজ কাকপুল এলাকায় বিএলও ও তাঁর স্ত্রীর বাড়ি। একই পাড়ায় থাকেন তরুণী। স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্ত লক্ষ্মী বিশ্বাসের স্বামী বিএলও-র কাজ করেন। সেই সূত্রে প্রতিবেশী তরুণীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। বিষয়টি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। স্বামী ওই তরুণীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে, এমনই সন্দেহ করেছিলেন স্ত্রী। অভিযুক্ত লক্ষ্মী বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে অশোকনগর থানার পুলিশ। তরুণীর বাড়িতে গিয়ে কথা বলার নাম করে ঘরে ঢোকেন লক্ষ্মী। অভিযোগ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধারালো ছুরি দিয়ে তরুণীর ডান চোখের উপরে কোপ মারেন তিনি। দিদির চিৎকার শুনে ছুটে আসেন তরুণীর ভাই। পরে বিএলও-র স্ত্রীকে পাকড়াও করে পুলিশ। আহত তরুণী চিকিৎসাধীন।



দক্ষিণ বারাসত রাস উৎসব কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন জয়নগর লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের দক্ষিণ বারাসত শাখার মহারাজ স্বামী শ্রীমৎ বিশ্বময়ানন্দ, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী হালদার, উৎসব পরিচালক ডাঃ চন্দ্রশেখর সরদার-সহ বিশিষ্টরা।

নাবালিকা বধূর সন্তান, ধৃত স্বামী প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের নজরদারি

সংবাদদাতা, বসিরহাট: নাবালিকাদের বিয়ে ও অল্প বয়সে মাতৃত্বের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই ফের সামনে এল বাল্যবিবাহের অভিযোগ। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার শিবাটি এলাকার। ধৃতের নাম মৃত্যুঞ্জয় দাস (২৭)। শুধু তাই নয়, এক সন্তানের বাবাও সে।



শিবাটি এলাকার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় পাশের গ্রামের এক নাবালিকাকে বিয়ে করে। সম্প্রতি ওই নাবালিকা একটি সন্তানের জন্ম দেয়। প্রায় দশ দিন আগে হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হওয়ার পর সেখান থেকেই সংশ্লিষ্ট তথ্য পাঠানো হয় বাদুড়িয়া থানায়। এই ঘটনা ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। শুধু আইন তৈরি বা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগপ্রকাশ করলেই কি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব? প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনিক নজরদারির পরেও কীভাবে একজন নাবালিকার বিয়ে হয়ে গেল এবং তার সন্তানও ভূমিষ্ঠ হল? বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি রুখতে প্রশাসনিক নজরদারি, কার্যকর সচেতনতা এবং প্রশাসনের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্নে উঠছে। চাপে পড়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে সহবাস, মারধর, খুনের হুমকি, ধৃত ১

সংবাদদাতা, হাড়োয়া: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ, পরে বিয়েতে অস্বীকার। প্রতিবাদ করতেই মারধর, ঘরে আটকে রেখে খুনের হুমকি! ফের প্রশ্নের মুখে মহিলাদের নিরাপত্তা। কেন এমন পরিস্থিতিতে আক্রান্ত মহিলাদের নিরাপত্তা ও দ্রুত আইনি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে না, উঠছে প্রশ্ন। এক মহিলার এমনই বিস্ফোরক অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানা এলাকায়। অনেক দেরিতে লিখিত অভিযোগ নিয়েছে পুলিশ। যদিও পরে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম গোলাম মোল্লা। তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

অভিযোগকারিণীর দাবি, প্রায় তিন মাস আগে দক্ষিণ হরিপুরের বাসিন্দা গোলাম মোল্লার সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে স্বামীর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান ওই যুবক। এরপর তিন মাস ধরে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই নানা অজুহাতে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে থাকেন অভিযুক্ত। তাঁর আরও দাবি, শেষ পর্যন্ত বিয়ে না করলে বাবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এরপরই তাঁর উপর অত্যাচার শুরু হয়। মারধর করে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং বাড়ি থেকে বেরোনোর চেষ্টা করলে জবাই করে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকী মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক সহবাসের অভিযোগও দায়ের হয়েছে। পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে শেষ পর্যন্ত হাড়োয়া থানার দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। লিখিত অভিযোগে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের আবেদন জানান তিনি। এই ঘটনায় রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা ফের প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

এক রাতে পরপর তিনটি বাড়িতে অজ্ঞান করে দুঃসাহসিক চুরি। পানিহাটির শান্তিনগরের ঘটনা। তদন্তে খড়দহ থানা

পকেটে কোপ : ক্ষমতায় এসেই বাসের ভাড়া বাড়াতে চলেছে বিজেপি সরকার

প্রতিবেদন : রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই এবার বাড়তে চলেছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের খরচ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে এবার এক ধাক্কায় বাসভাড়া বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়ে আমজনতার মাথায় হাত ফেলে দিলেন পরিবহণমন্ত্রী। বেসরকারি বাস মালিকদের ন্যূনতম ১৮ টাকা ভাড়ার দাবিকে সরাসরি নস্যাৎ না করে বরং সমীক্ষার দোহাই দিয়ে তাতে কার্যত সিলমোহর দেওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এমনটাও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যুক্তি সাজাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় রেলের ভাড়া বৃদ্ধি ও বিলাসবহুল এসি বাসের উদাহরণ টেনে সাধারণ যাত্রীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছেন মন্ত্রী।

পরিবহণমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বেসরকারি বাস অপারেটররা ইতিমধ্যেই ভাড়া বৃদ্ধির আবেদন জমা দিয়েছেন। বাসে উঠলেই ন্যূনতম ১৮ টাকা ভাড়ার যে দাবি তাঁরা তুলেছেন, তা বিবেচনা করতে সার্ভে টিম নামানো হচ্ছে এবং রিপোর্ট এলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। তাঁর মতে, ডিজেল, বাসের যন্ত্রাংশের দাম ও চালকদের বেতন বেড়েছে, তাই পরিষেবা ভাল করতে গেলে বেসরকারি অপারেটরদের ন্যায্য দাবি দেখা উচিত। এখানেই না থেমে কেন্দ্রের রেলমন্ত্রকের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, রেলের ভাড়া কবে বাড়ল তা কেউ জানতেই পারেনি, অথচ রেলের পরিষেবা ও স্টেশন উন্নত হয়েছে। একইভাবে এসি বাস বা এসি বাসস্ট্যান্ড চাইলে তার বিদ্যুতের খরচ যাত্রীদেরই বহন করতে হবে। বেসরকারি সিটি ফ্লো বাসে মানুষ পয়সা দিয়ে আরামে যাতায়াত করছে— এই যুক্তি খাড়া করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নিত্যযাত্রীদের ঘাড়ে বাড়তি ভাড়ার বোঝা চাপানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেন মন্ত্রী। সব মিলিয়ে, একদিকে ন্যূনতম ১৮ টাকা ভাড়ার চাপ, অন্যদিকে বুকিংয়ে কড়াকড়ি ও আধার-সংযুক্ত নিষেধাজ্ঞার ভ্রুকুটি— ক্ষমতায় আসার ছ'মাসের মধ্যেই সাধারণ মানুষের যাতায়াতকে দুর্বিষহ করে তোলার সমস্ত আয়োজন সেরে ফেলল বিজেপি শিবির। ১৮ থেকে ১৯ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধির দাবি করলেও, শেষ পর্যন্ত তার মাশুল গুনতে হবে রাজ্যের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকেই।



ন্যূনতম ভাড়া ১৮ টাকা!

রাতের শহরে বেপরোয়া গাড়ি জখম সাত ফুটপাথবাসী



প্রতিবেদন : রাতের কলকাতায় ফের ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ল দ্রুতগতির গাড়ি। ঘটনায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, হালতু থেকে ঢাকুরিয়া স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ে। সেখানে কেউ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, কেউ কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারের একটি বন্ধ দোকানে সজোরে আছড়ে পড়ে গাড়িটি। ধাক্কার তীব্রতায় দোকানের একাংশ ভেঙে যায়। দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়িটিও। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন আহতরা। তাঁদের আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি ফেলে চালক পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্তে নামে কসবা থানার পুলিশ। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরবর্তী খবরে চালককে আটক করার কথাও জানা গিয়েছে। কী কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, অতিরিক্ত গতি নাকি অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে রাতের কলকাতা।

হাবড়ায় ধর্ষণ, গ্রেফতার এক

সংবাদদাতা, হাবড়া: নিতান্তই নতুন সরকার আসার পর মহিলাদের নিরাপত্তা বেমালুম লাটে উঠেছে। আইনের ভয় নেই। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় নিজের কিশোরী কন্যাসন্তানকে ধর্ষণ বাবার। চাপে পড়ে অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই নারকীয় অভিযোগ সামনে আসতেই রাজ্যের নারী ও শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজ্যে নারী ও শিশু সুরক্ষায় একের পর এক সরকারি ঘোষণা, প্রচার এবং প্রকল্পের পরেও যদি নিজের বাড়িতেই নাবালিকা নিরাপদ না থাকে, তাহলে সেই সুরক্ষার বাস্তব চিত্র কোথায়? রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে সরকারি দাবি ও বাস্তব পরিস্থিতির ফারাক কতটা, হাবড়ার এই ঘটনা ফের সেই প্রশ্ন সামনে এনে দিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার বয়স ১৭ বছর। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ২০১২ সালে মায়ের মৃত্যুর পর থেকে বোনের সঙ্গে বাবার কাছেই থাকত সে। বাড়ির মধ্যেই তার উপর লাগাতার যৌন নির্যাতন চালাতেন বাবা। ভয় ও সামাজিক সংকোচের কারণে দীর্ঘদিন মুখ খুলতে পারেনি কিশোরী। শেষ পর্যন্ত নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পাশের গ্রামে থাকা মাসির কাছে সমস্ত ঘটনা জানায় সে। এরপর নির্যাতিতার মাসি হাবড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সোমবার তাঁকে বারাসত আদালতে পেশ করা হয়েছে।

পুকুরে ডুবে মৃত্যু ২ বছরের শিশুর

সংবাদদাতা, স্বরূপনগর: পুকুরে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু দুবছরের শিশু অঙ্কুশ মণ্ডলের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের বাংলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোকড়া এলাকায়। শোকে বাকরুদ্ধ পরিবার।

এদিন বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ মায়ের কাছ থেকে ভাত খেয়ে খেলতে বেরিয়েছিল অঙ্কুশ। এরপর দীর্ঘক্ষণ তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বেলা ১১টা নাগাদ শিশুটির ঠাকুমা দীপালি মণ্ডল পাশের একটি পুকুরে অঙ্কুশকে ভাসতে দেখেন। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা সারাফুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু পরীক্ষা করে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে স্বরূপনগর থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে শিশুটির দেহ উদ্ধার করে। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। কীভাবে শিশুটি পুকুরে পড়ে গেল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ছোট্ট শিশুর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের আবহ।

কুলতলিতে ৪০ বছর বসবাস বাংলাদেশি সন্দেহে ধৃত পাঁচ

সংবাদদাতা, কুলতলি : বাংলাদেশি সন্দেহে কুলতলির ৪০ বছরের পাঁচ বাসিন্দাকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়াও শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম এনামুল মোল্লা (৫০)। তাঁর বাড়ি কুলতলির চার নম্বর গরানকাঠি এলাকায়। বাবার নাম সাত্তার মোল্লা। বাকি চারজনকে আপাতত পুলিশি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

কুলতলি থেকে ধৃত পাঁচজনের পরিচয় ও বসবাস সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এনামুল খুব ছোট থেকেই বসিরহাটের একটি ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করতেন। পরবর্তীতে তিনি কুলতলি এলাকায় বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘ ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই এলাকাতেই বিয়ে করে তিনি বসবাস করে চলেছেন। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য টোটো চালাতেন এনামুল। এনামুল মোল্লার প্রকৃত নাগরিকত্ব এবং তাঁর কাছে বৈধ পরিচয়পত্র বা বসবাসের কী কী নথি রয়েছে, তা তদন্ত ও প্রশাসনিক যাচাইয়ের পরই স্পষ্ট হবে। পুলিশের তরফে আটক বাকি চারজনের পরিচয় নিয়েও খোঁজখবর চলছে।

চাকরিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ মোদি

(প্রথম পাতার পর)

লক্ষ্য ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ আর প্রায় ৩০ লক্ষ ১৯ হাজার চাকরি। কিন্তু নভেম্বরে প্রকাশিত নীতি আয়োগ এবং আইআইএম আমেদাবাদের যৌথ রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত মার্চ পর্যন্ত এই স্কিমে বিনিয়োগ এসেছে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু চাকরি হয়েছে মাত্র ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার, যা লক্ষ্যের মাত্র ২৮ শতাংশ। রিপোর্ট আরও বলছে, ১ লক্ষ ৯১ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সরকার ছেড়েছে মাত্র ৩৫ হাজার ৩৫৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৮১.৫ শতাংশ টাকা সরকারের ঘরেই পড়ে আছে। টেক্সটাইলে ১০,৬৮৩ কোটি টাকার মধ্যে ছাড়া হয়েছে মাত্র ৩.৬১ শতাংশ। অটোমোবাইলে মাত্র ৯.২ শতাংশ। এসিসি ব্যাটারির ক্ষেত্রে তা শূন্য! সংশ্লিষ্ট মহলের প্রশ্ন, যদি ১৪টির মধ্যে মাত্র ৪টি সেক্টর— ইলেকট্রনিক পণ্য, ফার্মা, টেলিকম আর ফুড প্রসেসিং ছাড়া বাকি ১০টি সেক্টরই পিছিয়ে থাকে, তাহলে স্কিম কি আদৌ সফল? বেকার যুবকদের চাকরি দেওয়ার যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, বাস্তবে তার সাফল্য তলানিতে। যে বিনিয়োগের হিসাব সামনে আনা হয়েছিল, তাও শুধু কাগজেকলমেই রয়ে গিয়েছে। এরকম একাধিক প্রশ্ন উঠেছে।

সাংসদদের সামনে রেখে দখলদারি

(প্রথম পাতার পর) আগামী ২৬ নভেম্বর, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। ফলে আর কোনও উপায় না দেখে নিজেদের জবাব আলাদা আলাদাভাবে স্পিকারের দফতরে পাঠিয়েছে। বিজেপির কাছে মূল শত্রু বা মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটে তাদের নিরপেক্ষভাবে হারাতে পারবে না বুঝে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া, নির্বাচন কমিশনকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে ভোট লুঠ করেছে বিজেপি। এখন কিছু বিশ্বাসঘাতককে— দিল্লিতে ধোপার বাড়ি যাওয়া ২০ জনকে এবং রাজ্যে চাটন শিবিরকে ব্যবহার করছে। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের তৃণমূলের মুখপাত্র, বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে ভোটে যাঁরা জিতেছেন তাঁদের ভাঙিয়ে আলাদা মঞ্চ তৈরি করে বিজেপি ভাবছে তৃণমূলকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বিধায়কদের পুলিশ দিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে। একাধিক বিধায়ক জানিয়ে দিয়েছেন।

কুণাল বলেন, এনসিপিআইয়ের নামে তৃণমূলকে দুর্বল করতে চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। আসলে বিজেপি যে গদ্দারদের সরাসরি নিতে চায় না, তিনি সাংসদ বা এমএলএ হতে পারেন, পঞ্চায়েত বা পুরসভা স্তরে হতে পারেন। বিজেপি তাদের এনসিপিআই নামক একটা আলাদা দোকান খুলে বসিয়ে দিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য। আপাতত তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তৃণমূল থেকে দূরে থাকার জন্য। আসলে কেউ মন থেকে যাচ্ছেন না। তাঁরা চাপের মুখে সাময়িক আশ্রয় বা নিরাপত্তার জন্য এই ধরনের অবস্থানে থাকছেন। এবং পুরো খেলাটায় পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি এদিন বেলেঘাটার বিধায়ক বলেন, এতদিন টালবাহানার পর দিল্লিতে ধোপার বাড়ি যাওয়া সাংসদরা অবশেষে চিঠি দিলেন! যে সাংসদেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী হয়ে বিজেপি-বিরোধী ভোট পেয়ে দিল্লি গেলেন তাঁরা যে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, বাংলার মানুষ এই গদ্দারি, বেইমানি কোনওভাবেই ক্ষমা করবেন না। বিজেপি এদের ব্যবহার করছে।

বাংলা নাম দরকার নির্দিষ্ট কারণেই

(প্রথম পাতার পর) যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য সব হলের প্রাইম টাইমে বাংলা ছবি চালানোর সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই করে গিয়েছিলেন। তা হলে নতুন করে জটিলতা তৈরি হলইবা কী করে? সম্প্রতি 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' চলচ্চিত্র মুক্তি নিয়ে প্রবল জটিলতা তৈরি হয়। প্রাইম টাইম তো দূরের কথা স্লটই পাওয়া যাচ্ছিল না। টালিগঞ্জে এক অচলাবস্থা তৈরি হয়। বিজেপি আসার পর প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে আগের সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি উপেক্ষা করার কারণেই।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
25 November, 2026 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
২৫ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার

পারিবারিক অশান্তির জেরে কুড়ুল দিয়ে ভাইকে কুপিয়ে খুন করল দাদা। কুমারগ্রাম ব্লকের নিউ ল্যান্ডস চা-বাগানের ঘটনা

অন্নপূর্ণার সুবিধার নামে মহিলাকে কুপ্রস্তাব, ব্ল্যাকমেইল বিজেপি নেতার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো সরকারের নেতার এই নমুনা! অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলাকে ব্ল্যাকমেল, এমনকী হোটেলে নিয়ে গিয়ে অনৈতিক কাজে বাধ্য করার অভিযোগ উঠল বিজেপির এক বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে ওই মহিলাকে প্রথমে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। এরপর ধীরে ধীরে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে ব্ল্যাকমেল করা শুরু হয়। এমনকী, প্রস্তাবে রাজি না হলে মহিলার স্বামী ও সন্তানকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারের দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের বড় শোলমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের বোয়ালমারী এলাকায়। অভিযোগের তির বিজেপির ৬/২২৪ নম্বর বুথ সভাপতি প্রশান্ত মণ্ডলের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী মহিলার দাবি, সংসারে আর্থিক অনটন থাকায় সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় তিনি ওই নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকেই হাতিয়ার করে তাঁর উপর চাপ তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ। ওই মহিলার আরও



অভিযুক্তের বাড়ির সামনে গ্রামবাসী মহিলাদের বিক্ষোভ।

অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁকে বিভিন্ন সময়ে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে অনৈতিক কাজে বাধ্য করা হতো। তিনি তাতে রাজি না হলে তাঁর স্বামী ও সন্তানকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হত বলেও দাবি করেছেন অভিযোগকারী। দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের হেনস্থা ও চাপের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন ওই মহিলা। ঘটনার কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মহিলারা।

সোমবার, ২৩ নভেম্বর সকালে একজোট হয়ে তাঁরা অভিযুক্ত প্রশান্ত মণ্ডলের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, একজন মহিলার অসহায়তা এবং আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা। তবে বিক্ষোভের সময় অভিযুক্ত প্রশান্ত মণ্ডলকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে গোটা বিষয়টি তুলে ধরেন বিক্ষোভকারী মহিলারা। অন্যদিকে, অভিযুক্তের বক্তব্য জানার জন্য যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর মোবাইল ফোন সুইচ অফ থাকায় তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কি সত্যিই কোনও মহিলাকে ব্ল্যাকমেলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল? নাকি এই অভিযোগের পিছনে রয়েছে অন্য কোনও ঘটনা? ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হলেই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষ প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির দাবিই তুলছেন স্থানীয় মহিলারা।

তীর্থে গিয়ে নিখোঁজ বৃদ্ধা, উদ্বিগ্ন পরিবার

সাংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে মাঝপথ থেকেই নিখোঁজ হয়ে গেলেন ময়নাগুড়ির এক গৃহবধূ। নিখোঁজ মহিলার নাম সুমতি রায়। তিনি ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোদাবাড়ী এলাকার বাসিন্দা কোহাল রায়ের স্ত্রী। পারিবারিক সূত্রে খবর, গত রবিবার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের একটি দলের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সুমতি দেবী। সোমবার দলটি মালদার ফরাক্কা এলাকায় পৌঁছায়। মুহূর্তের মধ্যে সহযাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

জোর করে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা, নির্যাতিতা চিকিৎসাধীন

প্রতিবেদন : বিজেপির রাজত্বে ধর্ষণ রাজ্যে পরিণত হয়েছে রাজ্য। প্রতিদিন আসছে নারী নির্যাতনের খবর। এবার ঘটনাস্থল কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি। এলাকায় সাত বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর নির্যাতিতা নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত যুবক ওই নাবালিকাকে জোর করে বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত স্থানে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। সেই সময় পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলে অভিযুক্ত যুবক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের তরফ থেকে দ্রুত নাবালিকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের পক্ষ থেকে মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয়দের চাপে পড়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিকে নারী নিরাপত্তার দাবিতে গর্জে উঠেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

পড়ুয়াদের সুরক্ষায় বাস, অ্যাম্বুল্যান্সের দাবিতে বিক্ষোভ



ফ্যাক্টরির সামনে বিক্ষোভে চা-শ্রমিকরা।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : স্কুল পড়ুয়াদের যাতায়াতের পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তিনজনের প্রাণহানির ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে চ্যাংমারি চা-বাগান। সোমবারের ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনার প্রতিবাদে এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তার দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই চ্যাংমারি চা-বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে বিক্ষোভে শামিল হন কয়েক হাজার চা-শ্রমিক। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দফায় দফায় চলা এই অবস্থান বিক্ষোভে রীতিমতো উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা বাগান চত্বর। সোমবার স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার সময় চ্যাংমারি চা-বাগান এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের এবং গুরুতর জখম হয় বারো জনেরও বেশি পড়ুয়া। এই ঘটনার পর থেকেই বাগান কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও পরিকাঠামোগত অভাবের অভিযোগ তুলে সরব হন শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকাল হতেই পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকরা কাজের বদলে ফ্যাক্টরির গেটের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। বিক্ষোভরত শ্রমিকদের সাফ কথা, পড়ুয়াদের জীবন নিয়ে আর কোনো ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। বাড়ি থেকে স্কুল এবং স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার জন্য অবিলম্বে সুরক্ষিত ও নতুন বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। একইসঙ্গে, আপৎকালীন চিকিৎসার স্বার্থে এলাকার চা-বাগান হাসপাতালগুলিতে দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালুর দাবিও উঠে আসে।

পাশে নেই প্রশাসন, আবেদনের পরও মেলেনি আবাসের বাড়ি

দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু অনিশ্চয়তায় দুই বোন

প্রতিবেদন : দুর্ঘটনায় বাবাকে হারিয়ে চরম সংকটে পড়েছে দুই নাবালিকা বোন। আগেই মা মারা গিয়েছিলেন, এবার একমাত্র ভরসা বাবা সুরজ ওঁরাওকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পার্বতী ওঁরাও ও শিবরাত্রি ওঁরাও। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের চ্যাংমারি চা বাগানের কোঠি লাইনের ঘটনা। অসহায় দুই বোনস্থানীয় চ্যাংমারি টিই হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। পরিবারটির বসতভিটে বলতে রয়েছে বাঁশের বেড়া আর ভাঙা টিনের চালের একটি মাত্র জীর্ণ ঘর। কোনোমতে কাঠের পাটাতন পেতে শোয়ার ব্যবস্থা, দরজাটিও ভাঙা। প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা মাটির উনুনে রবিবার রাতে শেষবার রান্না হয়েছিল। কাকা বলি ওঁরাও জানান, তিনি নিজেও বাগানের অস্থায়ী পাম্প অপারেটর এবং আর্থিক অনটনে দিন কাটান। তিনি বলেন, সুরজের



জরাজীর্ণ এই বাড়ি দুই নাবালিকার একমাত্র সম্বল।

বাড়ির যা পরিস্থিতি, তাতে ভাইঝিদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁদের নিজের বাড়িতে এনে রাখতে হচ্ছে। দুই নাবালিকার ভবিষ্যতের জন্য সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, চরম দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও সুরজ সরকারি আবাস প্রকল্পের বাড়ি পাননি। প্রতিবেশী কলিতা ওঁরাওয়ের দাবি, সরকারি কর্মীরা দু'বার এসে ছবি তুলে নিয়ে গেলেও সুরাহা মেলেনি। প্রসঙ্গত, সোমবার নাগরাকাটার চেংমারি চা বাগানের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় পেশায় বাগানের অস্থায়ী রাসায়নিক স্প্রে শ্রমিক সুরজের। বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের কাজে ব্যস্ত ছিল বড় মেয়ে ষোলো বছরের শিবরাত্রি। অন্যদিকে, বছর পনেরোর পার্বতীকে কাঁচা উঠোনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে দেখেছেন প্রতিবেশীরা। কাকা বলি ওঁরাও ও কাকিমা ইন্দ্রবতী সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও দুই বোনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা।

আমার বাংলা
25 November, 2026 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



তৃণমূল নেতার উপর নৃশংস হামলা বিজেপির, পুলিশ নিগৃহীতকেই ধরল

প্রতিবেদন : শীর্ষনেতারা যা-ই বলুন না কেন, গোটা রাজ্য জুড়েই চলেছে প্রতিহিংসার রাজনীতি। যে তৃণমূল নেতারা এখনও দলনেত্রীর পাশে রয়েছেন, বেছে বেছে তাঁদের উপর চলেছে অত্যাচার। এবার আঘাত নেমে এল কালনা ১ ব্লকের পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সুমিত ঘোষের উপর। রাজ্যে সরকার বদলের পরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন সুমিত। দীর্ঘদিন তাঁকে এলাকায় দেখা যায়নি। গতকাল সোমবার তিনি গোপনে বাড়ি ফিরলেও সেই কথা চাপা থাকেনি। বিজেপির লোকজন তাঁকে তাড়া করে। জনরোষ থেকে বাঁচতে সুমিত পালাতে থাকেন। কেউ একজন তাঁকে লাথি মারলে রাস্তার ধারের পানাপুকুরে পড়ে যান। বিজেপি কর্মীরা পুকুরে নেমে পায়ে দড়ি বেঁধে তাঁকে রাস্তায় টেনে তোলে। ফের শুরু হয় মার। এক বাতিস্তম্ভে বেঁধেও মারধর করা হয়েছে! ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ওই তৃণমূল নেতাকে প্রথমে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে পুলিশ হামলাকারীদের ধরা দূরস্থ তৃণমূল নেতাকেই গ্রেফতার করেছে! পূর্ব বর্ধমানের কালনার এই ঘটনার ভিডিও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সুমিতের বাবা ত্রিপুরারি ঘোষের দাবি, মিথ্যা অভিযোগে বিজেপির লোকজন ছেলেকে মারধর করেছে। ওরা ২ কোটি টাকা চেয়েছিল। অত টাকা কোথায় পাব! স্থানীয় বিজেপি নেতা নিমাইচাঁদ মণ্ডল অবশ্য দলের দুষ্কর্ম উড়িয়ে দিয়ে একে সাধারণের ক্ষোভ বলে জানিয়েছেন।



পুকুর থেকে সুমিত ঘোষকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তুলছে বিজেপি কর্মীরা।

জমি থেকে রাস্তায় ট্রাক্টর, ধবনি-বিজড়া সড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা



সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : চাষের জমি থেকে সরাসরি পাকা রাস্তায় উঠে আসছে ট্রাক্টর ও হারভেস্টার। সেই ভারী কৃষিযন্ত্রের অবাধ যাতায়াতে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে দুর্গাপুরের ধবনি থেকে বিজড়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা। প্রতিদিনই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। বাড়ছে পথদুর্ঘটনার আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই একাধিক দুর্ঘটনার ঘটনা সামনে আসায় আতঙ্কিত স্থানীয় ও নিত্যযাত্রীরা। অভিযোগ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের তরফে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রাক্টর ও হারভেস্টারগুলি জমি থেকে বেরিয়ে সরাসরি মূল রাস্তায় উঠে আসতে রাস্তার একটা বড় অংশ দখল করে চলাচল করছে। ফলে একই রাস্তা দিয়ে মোটরবাইক, সাইকেল, ছোট গাড়ি ও অন্য যানবাহনের চালকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাস্তা সরু হওয়ায় দু'দিক থেকে গাড়ি এলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। সামান্য অসতর্কতাতেই ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। অভিযোগ, ধবনি থেকে বিজড়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার অংশে দিনের পর দিন এই সমস্যা চললেও প্রশাসনের নজরদারির অভাব রয়েছে। রাস্তার উপর দিয়ে ভারী কৃষি যন্ত্র চলাচলের ক্ষেত্রে কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কার্যত প্রশ্নের মুখে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে ধবনি-বিজড়া রাস্তার বিপজ্জনক অংশগুলিতে পুলিশি নজরদারি বাড়াতে হবে। নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বেপরোয়া ও অসতর্কভাবে ট্রাক্টর-হারভেস্টারের চলাচল। নইলে কোনও দিন বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে।

ক্লোজ পাঁশকুড়ার আইসি

প্রতিবেদন : এক মহিলার অভিযোগ না নিয়ে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ধরে থানায় বসিয়ে রাখার অভিযোগে পাঁশকুড়া থানার এসআইকে ক্লোজ় করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। অভিযুক্ত এসআই আশিস দাসকে প্রথমে শোকজ় করা হয়েছিল। অভিযোগ জানাতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা হয় পাঁশকুড়া থানায় মহিলাকে। শেষ পর্যন্ত ওই মহিলা বিজেপির আইটি সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আইটি সেলের মাধ্যমে পৌঁছয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহার কাছে।

ছৌ-নাচ দেখতে এসে বাইক চুরি! ২ অভিযুক্ত গ্রেফতার, উদ্ধার গাড়ি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ছৌ-নাচের আসরে আনন্দ উপভোগ করতে এসে মোটরবাইক চুরি। তার তদন্তে নেমে সাফল্য পেল বলরামপুর থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার করার পাশাপাশি এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতরা বলরামপুর থানার অন্তর্গত হাড়াত-শালডি গ্রামের বাসিন্দা নারায়ণ দাস ও লক্ষ্মীপদ দাস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১১ নভেম্বর রাতে ঝাড়খণ্ডের বড়াম থানা এলাকার বাসিন্দা সুকুমার প্রামাণিক বলরামপুর থানার দরদা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউলি গ্রামে ছৌ-নাচ দেখতে এসেছিলেন। সেই সময়ই তাঁর মোটরসাইকেলটি চুরি হয়ে যায়। ঘটনার পর বলরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তদন্তকারী আধিকারিক এসআই অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন। মঙ্গলবার ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শালডি গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক দুদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।



আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দুই অভিযুক্তকে।

উদ্ধার-করা গরু বেআইনে বেচে গ্রেফতার বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, নওদা : উদ্ধার-করা প্রচুর গরুর দেখাশোনা করতে খোঁয়াড়ে পাঠিয়েছিল পুলিশ। এবার পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সেই গবাদি পশুগুলি খোঁয়াড় থেকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে গৌর ঘোষ নামে এক ব্যক্তি পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে প্রায় ১০০টি গরু বিক্রি করে দিয়েছেন। বিষয়টি জানতে পেরে হরিহরপাড়ার খোঁয়াড় থেকে গৌড় ঘোষকে গ্রেফতার করল নওদা থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , গত কয়েক মাস ধরে পাচার করার সময় দুশোর বেশি গরু উদ্ধার করে হরিহরপাড়ার বিহারিয়া পঞ্চায়েত এলাকার একটি খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছিল। স্থানীয় গৌর ঘোষকে দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় অর্ধেক গরু অন্যত্র বিক্রি করে দিয়েছে গৌর, বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বহরমপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে এবং ওই খামার থেকে গবাদি পশুগুলিকে কোথায় কোথায় বিক্রি করা হয়েছে সেই খোঁজ শুরু করেছে নওদা থানার পুলিশ। একই দিনে নওদা থানার গঙ্গাধারী এলাকা থেকে গরুপাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্ত দুজনের বাড়ি বেলডাঙায়। তাদের কাছ থেকে ১৪টি গরু উদ্ধার করা হয়েছে।



পুরুলিয়ার সরকারি বনবাংলো এখন ভূতের বাড়ি

বন দফতরের চূড়ান্ত গাফিলতি

প্রতিবেদন : সরকারি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে আর নজর নেই নতুন রাজ্য সরকারের। ফলে পুরুলিয়ার বনবাংলো হয়ে উঠেছে ভূতুড়ে বাড়ি। পর্যটকেরা আসছেন না। এর কারণ বন দফতরের ছাড়পত্র মিলছে না। অভিযোগ, নজরদারি নেই বলে চুরি যাচ্ছে দামি আসবাবপত্র, দরজা, জানালা, গ্রিল ইত্যাদি। কয়েক কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি কার্যত নষ্ট হচ্ছে।

জঙ্গলের মাঝে জলাধার ঘেঁষে তৈরি হয়েছিল ঝাঁ-চকচকে কটেজ। সাজানো ঘর, দরজা-জানালা, আসবাবপত্র-সবই রয়েছে। নেই শুধু পর্যটক। বন দফতরের ছাড়পত্র না মেলায় সম্প্রতি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির খয়রাবেড়া টু পর্যটন প্রকল্প। অযত্নে গাছপালায় ঢেকে গিয়েছে গোটা চত্বর। কয়েক কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি কার্যত নষ্ট হচ্ছে। প্রশাসনিক পরিকল্পনার অভাব ও উদাসীনতা নিয়ে উঠছে



প্রশ্ন। ২০১২-১৩ সাল নাগাদ রাজ্য পর্যটন বিভাগের অর্থে খয়রাবেড়া জলাধারের পাশে মূল পর্যটন প্রকল্প গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। তিনটি কটেজ ও তিনটি তাঁবু নিয়ে চালু হয় সেই প্রকল্প। পরে তৃণমূলের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর, ২০১৭ সাল নাগাদ প্রায় ৩০ একর জমিতে শুরু হয় প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্প্রসারণ। নাম দেওয়া হয় 'খয়রাবেড়া টু'। সেখানে মোট ছ'টি কটেজ তৈরি করা হয়। মূল প্রকল্পের তুলনায় বেশি সংখ্যক কটেজ নিয়ে এই সম্প্রসারিত প্রকল্পটি আরও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা হয়েছিল। জলাধার সংলগ্ন জঙ্গলের মধ্যে, এমনকি কিছু গাছ কেটেও নির্মাণকাজ করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু সম্প্রতি বন দফতর ছাড়পত্র দিচ্ছে না। তাতেই মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রকল্পটি।

একইভাবে মানবাজার-১ ব্লকের দোলাডাঙাতেও পর্যটন প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও বন দফতরের ছাড়পত্র না মেলায় তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে সরকারি অর্থে তৈরি পরিকাঠামোর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
25 November, 2026 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
২৫ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার

ফুটওভার ব্রিজের গার্ডারের কাজ হবে। তাই রামপুরহাটগামী বা রামপুরহাটের উপর দিয়ে যায় এ রকম ১২টি ট্রেন বাতিল থাকবে ২৯ নভেম্বর, রবিবার অবধি। যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে একাধিক ট্রেনের

একমাস হল রতনের খোঁজ নেই প্রশাসনের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ

প্রতিবেদন : এক মাস হয়ে গেল। রতনের খোঁজ নেই। অক্টোবরের ২৪ তারিখ বাঁকুড়া থেকে উত্তরাখণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন পাঁচ বন্ধু— রিন্টু মণ্ডল, উদয় ঘোষ, তাপস বাউড়ি, রতন ঘোষ ও মনোজ খাওয়াস। উত্তরকাশীর কেদারতাল ট্রেক রুটে তুষারধসের কবলে পড়ে নিখোঁজ হন তাঁরা। এর পরে ওই পাহাড়ি দুর্গম এলাকা থেকে একে একে উদ্ধার হয় রিন্টু, উদয়, তাপস, ও মনোজের নিথর দেহ। চার বন্ধুর সেই দেহ কফিনবন্দি হয়ে ফিরেছে বাড়িতে। কিন্তু আজও খোঁজ মেলেনি পঞ্চম বন্ধু রতনের। তাঁর ঘরে ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছেন পরিজনরা। জানা যায়, রিন্টু, উদয়, তাপস এবং রতনের বাড়ি বাঁকুড়া-২ ব্লকের আঁচুড়ি শালবনি গ্রামে। মনোজ এই ব্লকেরই কেশরা গ্রামের বাসিন্দা। ২৩ থেকে ৪০ বছর বয়সি অবিবাহিত এই পাঁচ বন্ধুর ছিল বেড়ানোর নেশা। বেরিয়ে পড়তেন প্রতি বছর। এবারও ২৪ অক্টোবর তাঁরা পাড়ি দিয়েছিলেন উত্তরাখণ্ডে। কিন্তু আঁচুড়ি শালবনি ও কেশরা— এই দুই গ্রাম থেকে যাওয়া মৃতদের পরিজনরা চার জনের কফিনবন্দি দেহ নিয়ে বাঁকুড়ায় ফেরেন ৮ নভেম্বর। রতনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃতদের পরিবারে শোকের আবহ এখনও টাটকা। থমথমে পরিবেশ রতনের বাড়িতে। রতনদের অভাবী পরিবার। বাড়িতে রয়েছেন মা-বাবা এবং ভাই। দিদির বিয়ে হয়েছে আট বছর আগে। ২৩ বছরের রতন বাবার সঙ্গেই চা দোকান চালাতেন। তিনি নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে বেশ কিছু দিন বন্ধ ছিল সেই দোকান। কয়েকদিন হল আবার দোকান খুলছেন বাবা ভোলানাথ ঘোষ। তবে মন বড়ই বিষণ্ণ। রতন যে তাঁর বড় ভরসা ছিল! রতনের খোঁজ এখনও না মেলায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পরিবার, বন্ধুবান্ধব থেকে স্থানীয়রা।



রতনের সন্ধান মেলেনি। সংসার চালাতে ভরসা বৃদ্ধ বাবা।

গড়বেতায় চুরি, ধৃত ২



সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুরের রায়কা গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গিয়েছে, সোমবার রাত্রে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সন্ধিপুর আউট পোস্টের পুলিশ। এরপর শুরু হয় তল্লাশি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে এবং প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ২ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে এখনও একজন অভিযুক্ত পলাতক। তাঁর খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ময়নায় উদ্ধার চন্দ্রবোড়া



প্রতিবেদন : রাস উৎসব উপলক্ষে মেতে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না। ময়নার সেই বিখ্যাত মেলা শুরু হওয়ার আগেই মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বিরাটাকার চন্দ্রবোড়া সাপ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, ময়না এলাকায় শ্যামসুন্দর জিউর পুজো উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছরই এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা বসার আগে মাঠটি পরিষ্কারও করা হয়। সেই সময়েই এই বিরাটাকার সাপটি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। সাপটিকে উদ্ধার করার পরে একটি নিরাপদ জায়গায় এনে রাখা হয়। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। জানা গিয়েছে, সাপটি লম্বায় প্রায় ৬ ফুট। মেলার আগেই এলাকায় এভাবে সাপ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এলাকার আর কোথাও কোনও সাপ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মেলার মাঠটি আরও ভাল করে খুঁজে দেখছেন মেলা কমিটির সদস্যরা।

বাঁকুড়ায় দুর্ঘটনা, আহত ৪০



প্রতিবেদন : সাতসকালে বাঁকুড়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার ওন্দা থানার রামসাগরের কাছে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনায় পিকআপে ভ্যানে থাকা প্রায় ৪০ জন শ্রমিক জখম হন। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই পিকআপ ভ্যানটি কৃষি শ্রমিকদের নিয়ে কোতুলপুরের রামডিহা এলাকার দিকে যাচ্ছিল। আচমকাই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটি ধাক্কা মারে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রেলারে। ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের সামনের চাকার টায়ার ফেটে যায়। আহত হন পিকআপ ভ্যানে থাকা প্রায় ৪০ জন শ্রমিক। এ ছাড়া ১৮ জন গুরুতর জখম হন। বিকট আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই প্রথম উদ্ধারকাজে হাত দেন। দ্রুত খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহত ওই শ্রমিকদের স্থানীয় রামসাগর হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে গুরুতর আহত ১৮ জন শ্রমিককে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিছু শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক অনুমান গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

চালের দাম আরও বাড়বে

প্রতিবেদন : ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে গত কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে চাষের জমি থেকে ধান-সহ আরও কয়েকটি ফসল তোলার সময় অকাল এই বৃষ্টিতে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন ব্লকে চাষের জমিতে এখনও জল জমে থাকার কারণে বিঘার পর বিঘা জমিতে থাকা ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই চালের দাম বাড়তে শুরু করেছে। যা আগামীদিনে আরও বাড়ার আশঙ্কা। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে প্রায় চার দিন মুর্শিদাবাদ জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর ফলে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি, হরিহরপাড়া, নবগ্রাম, নওদা সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষের জমিতে এখনও জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। জমিতে এখনও জল দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ধান চাষের সঙ্গে সঙ্গে সর্ষে এবং পেঁয়াজের চারা তৈরির কাজ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে বিভিন্ন ব্লকের চাষীরা দাবি করেছেন। অনেকেই এখন জমিতে আল কেটে দিয়ে জমে থাকা জল বার করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আকভানের প্রভাবে রাজ্যে হওয়া বৃষ্টিতে প্রায় এক লাখ হেক্টরের বেশি জমিতে ধান চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের রুকুনপুর, হুমাইপুর, হোসেনপুর, আব্দুলপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় এখনও বিঘার পর বিঘা জমি জলের তলায় রয়েছে। জেলার চাষীদের আশঙ্কা অকাল বর্ষণে যেভাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় ধান চাষের ক্ষতি হয়েছে তার ফলে আগামী দিন রাজ্যের বাজারে চালের দাম বেড়ে যেতে পারে।

রাস উপলক্ষে বিশেষ ট্রেন



প্রতিবেদন : রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে চৈতন্যভূম নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। ২৫ নভেম্বর বুধবার ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় একজোড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে। ট্রেনটি সব স্টেশনেই দাঁড়াবে বলে জানিয়েছে রেল। ফলে ব্যান্ডেল থেকে কাটোয়া এবং মাঝের বিভিন্ন স্টেশনের যাত্রীরাও এই পরিষেবার সুবিধা পাবেন। পূর্ব রেল জানিয়েছে, বুধবার ২৫ নভেম্বর আপ ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনটি ব্যান্ডেল থেকে দুপুর ২ টোয় ছাড়বে। বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে কাটোয়ায় পৌঁছবে। অন্যদিকে, ডাউন ইএমউ স্পেশাল ট্রেনটি কাটোয়া থেকে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে ছেড়ে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে ব্যান্ডেলে আসবে। রাস উৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপমুখী যাত্রীরা যাতে সহজে যাতায়াত করতে পারে, তার জন্যই রেল এই ট্রেন চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাস পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই নবদ্বীপ ধামে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন। বিশেষ করে রাসের দিন ও শোভাযাত্রায় দর্শনার্থীদের উন্মাদনা থাকে তুঙ্গে। সড়কপথে, বাসেও ভিড় বাড়ে। ট্রেনে সেই যাত্রীদের ভিড়ের কথা বলাই বাহুল্য। এই অতিরিক্ত যাত্রীচাপের কথা মাথায় রেখেই বিশেষ ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করেছে পূর্ব রেল।

আজও ঐতিহ্যে উজ্জ্বল ময়নার রাজবাড়ির রাস উৎসব

প্রতিবেদন : সাড়ে চারশো বছর পার করে আজও ঐতিহ্যে উজ্জ্বল ময়নার রাজবাড়ির রাস উৎসব। রাজ পরিবারের প্রাচীন রীতি মেনে কালীদহের বুকে ফুল-আলোয় সাজানো নৌকোয় বিগ্রহের বিহার, আতশবাজির ঝলকানি আর মেলা চত্বরে সাজানো বিশালাকার কদমা-সব মিলিয়ে শীতের মুখে উৎসবের আবহ ময়নায়। এ বছর ৪৬৬ বছরে পা দিল এই রাস উৎসব। রাজ পরিবার সূত্রে জানা যায়, ১৫৬১-তে রাজপরিবারের কুলদেবতা শ্যামসুন্দর জিউর উদ্দেশে এই রাস উৎসবের সূচনা করেছিলেন রাজা গোবর্ধন বাহুবলীন্দ্র। রাজবাড়ি সংলগ্ন কালীদহে শুরু হওয়া সেই উৎসব আজও মর্যাদায় অমলিন। সময়ের পরিবর্তনে উৎসবের আয়োজনের দায়িত্ব স্থানীয় রাসমেলা কমিটির হাতে চলে গেলেও রাজপরিবারের প্রাচীন রীতি ও ধর্মীয় পরম্পরায় ছেদ পড়েনি। প্রথা মেনে ২১ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ভোর ৫টায় শ্যামসুন্দর জিউ ও রাধিকার বিগ্রহকে রাজবাড়ির মন্দির থেকে রাসমন্দিরে নিয়ে আসা হয়।



রাসের অন্যতম আকর্ষণ কালীদহের বুকে শ্যামসুন্দর জিউ ও রাধিকার নৌকোবিহার। ফুল, আলোয় সাজানো নৌকোয় বিগ্রহ নিয়ে পরিক্রমা করা হয় জলাশয়ে। সঙ্গে থাকে ঢাকের বাদ্যি এবং আতশবাজির আলো। নৌকোবিহার শেষে শ্যামসুন্দর জিউ পৌঁছন রাসমন্দিরে। সেখানে পূজার্চনার পরে ফের শ্যামসুন্দর জিউ ফিরে যান রাজবাড়ির মূল মন্দিরে। রাস উৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ময়নার রাসমেলা। ২৪ নভেম্বর শুরু হয়ে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। মেলার অন্যতম আকর্ষণ চিনি দিয়ে তৈরি বিশালাকার গাঢ় পাকের কদমা। ফুটবলের আকারের চকচকে সাদা এই মিষ্টি ময়নার নিজস্ব পরিচিতিও বটে। এছাড়াও পাওয়া যায় নানা মাপের কদমা। ব্যবসায়ীদের দাবি, এক একটি দোকানে ৪০ থেকে ৫০ কুইন্টাল পর্যন্ত কদমা বিক্রি হয়।

দিল্লি দরবার

25 November, 2026 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

চোরাচালানকারীদের তাড়া করে অসমের কাছাড় জেলায় ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে বরাক নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বিএসএফ কনস্টেবল কে ভেনু। এখনও পর্যন্ত তাঁর খোঁজ মেলেনি

প্রতিবাদ করুন এনডিএ শরিকরাও

ডিলিমিটেশন আসলে নির্বাচনে কারচুপির সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র

নয়াদিল্লি: ডিলিমিটেশন বা আসন পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া আসলে নির্বাচনে কারচুপি এবং রিগিংয়ের সবচেয়ে বড় অপচেষ্টা। তড়িঘড়ি করে এই কাজটা সেরে ফেলা ভোটচুরির ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। চোখে আঙুল দিয়ে আবার দেখিয়ে দিল তৃণমূল। চাঁচাছোলা ভাষায় এই অভিযোগ এনে মোদি-শাহকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখেল।

সমাজমাধ্যমে পোস্টে তিনি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন বিজেপি-কমিশনের যৌথ কারচুপিরই অঙ্গ এই ডিলিমিটেশন। সাকেতের কথায়, মোদি-শাহ তড়িঘড়ি করে যে ডিলিমিটেশন করার চেষ্টা করছেন, তা নির্বাচনে কারচুপির সবচেয়ে বড় অপচেষ্টা। ডিলিমিটেশন শুধু সংসদে আসন সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নয়, নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোর সীমানাও নতুন করে নির্ধারণ করা হবে এর মাধ্যমে। সাকেতের যুক্তি, ডিলিমিটেশন কমিশনে জ্ঞানেশ কুমার থাকার অর্থই হল, অমিত শাহর খেয়ালখুশিমতো নতুন করে আঁকা হবে প্রতিটি কেন্দ্রের সীমানা।

নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে বিজেপির ঘোড়া কেনাবেচার বিরুদ্ধেও সোচ্চার তৃণমূলের প্রাক্তন

ক্ষোভ উগরে দিল তৃণমূল



সাংসদ। মোদি-শাহর দলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে সাকেত দেখিয়ে দিয়েছেন, ডিলিমিটেশন বিল পাশ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করার জন্য কতটা অনৈতিক কাজকর্ম করতে পারে বিজেপি। সাংসদ কেনা এবং রাজনৈতিক দল ভাঙানোর চেষ্টায় তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। যুক্তি দিয়ে সাকেত বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখনই মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার জন্য ডিলিমিটেশন মোটেই জরুরি নয়। একটি ছোট সংশোধনীই যথেষ্ট। তাঁর সতর্কবার্তা, এই মুহূর্তে ডিলিমিটেশনকে যাঁরা সমর্থন করবেন তাঁরা সমান অংশীদার হবেন গণতন্ত্র হত্যার। তাই সবাইকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। এমনকি এনডিএ শরিক-সহ সবপক্ষকেই এর বিরোধিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে তৃণমূল।

সাকেতের মন্তব্য, এ বছরের গোড়ায় সংসদে নাস্তানাবুদ হয়ে তীব্র হতাশায় ভুগছেন শাহ। সেই কারণেই হয়ে উঠেছেন মরিয়া। ডিলিমিটেশন বিল পাশ করানোর মতো দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বাতিল করে দেওয়াও তাই তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়। সাংসদ কেনা এবং দল ভাঙার অপচেষ্টার কারণ আসলে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মতলবেই। এই অপচেষ্টা রুখতেই সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দেওয়া হল না ককরোচ নেতার

সৌরভকে আটকানো হল দিল্লি বিমানবন্দরে

নয়াদিল্লি: প্রতিহিংসা নাকি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি? লন্ডনগামী বিমানে উঠতে বাধা দেওয়া হল ককরোচ নেতা সৌরভ দাসকে। দিল্লি বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কাউন্টারেই আটকে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্রিটেনে যাচ্ছিলেন তিনি। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য পেশ করতে। সোমবার রাতের ঘটনা। দিল্লি বিমানবন্দর থেকে লন্ডনগামী বিমানে চেপে রওনা হওয়ার কথা ছিল রাত ১টায়। কিন্তু বিমানে ওঠার আগেই বাধা দেওয়া হয় তাঁকে। আটকে দেওয়া হয়



নেপথ্যে বিজেপির ঈর্ষা?

ইমিগ্রেশন কাউন্টারে। কিন্তু কেন? সিজেপির সহ-আহ্বায়ক সৌরভ জানিয়েছেন, ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে পৌঁছানোর পরে তাঁকে বলা হয়, তাঁর পাসপোর্ট নাকি ফ্ল্যাগ বা সন্দেহজনক তালিকাভুক্ত। এর সত্যতা কতটা? সংশয়টা সেখানেই। সৌরভ সরাসরি অভিযোগ করেছেন, এই ঘটনাই প্রমাণ করে, ভয় পেয়েছেন মোদি সরকার। ভয় পেয়েই দিল্লি বিমানবন্দরে আটকে আটকে দিয়েছে আমাকে। ফলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করার জন্য লন্ডন রওনা হতে পারিনি আমি। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তাঁর অভিযোগ, সৌরভ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পাওয়ায় আসলে ক্ষমতার অলিন্দে থাকা কারও হিংসা হচ্ছে। ককরোচ নেতৃত্বের দৃঢ় বিশ্বাস, সৌরভকে বাধা দেওয়ার নেপথ্যে থাকতে পারে রাজনৈতিক অভিসন্ধি। অন্যদিকে সৌরভ প্রশ্ন তুলেছেন, একজন শিক্ষিত তরুণ যখন অন্য শিক্ষিতদের সঙ্গে একটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তাতে বাধা দিতে এত সক্রিয়তা কেন? কীসের ভয় মোদী সরকারের?

একা লড়তে ভয়, পাঞ্জাবে আবার অকালি দলের হাত ধরল বিজেপি

চণ্ডীগড়: পাঞ্জাবে একা লড়ার সাহস নেই, তাই আবার অকালিদের হাত ধরল বিজেপি। কিছুটা মাথানত করেই। কারণ বিজেপি জানে যে কৃষি আন্দোলনের সময় থেকেই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে তাদের। গত বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়তে গিয়ে রীতিমতো ধরাশায়ী হয়েছে তারা। সেই জমি পুনরুদ্ধারের কোনও লক্ষণই নেই। একই অবস্থা তাদের পুরনো জোট শরিক শিরোমণি অকালি দলেরও। অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে দু'দলেরই চূড়ান্ত অভাব আত্মবিশ্বাসের। সামনে আবার কৃষক আন্দোলন। অথচ পাঞ্জাবের ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর দুদলই। অগত্যা আপাতত বিভেদ ভুলে আপকে হারাতে মরিয়া বিজেপি জোট করল শিরোমণি অকালি দলের সঙ্গে। ৬ বছরের বিচ্ছেদ কাটিয়ে ফের এক ছাতার তলায় বিজেপি ও শিরোমণি অকালি দল।

২০২০ সালে কেন্দ্রের তিন কৃষি আইনের প্রতিবাদে এনডিএ ছেড়েছিল অকালি দল। অবশেষে পঞ্জাবের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরনো জোটসঙ্গীর হাত ধরল বিজেপি। দিল্লিতে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জোটের কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অকালি

আমাদের জোট পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের সঙ্গে
—অরবিন্দ কেজরিওয়াল

দল প্রধান সুখবীর সিং বাদল। জোটের শর্ত স্পষ্ট করে শাহ জানিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পঞ্জাবের ১১৭টি আসনেই একসঙ্গে লড়বে দুই দল। ক্ষমতায় ফিরলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন অকালি দল থেকেই, এই শর্ত মেনেই।

জোটকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর অভিযোগ, ক্ষমতার স্বার্থে বিজেপি যে কোনও দলের সঙ্গেই জোট করতে পারে। কেজরিওয়ালের কথায়, কখনও তারা একসঙ্গে আসে, কখনও আলাদা হয়ে যায়, আবার কখনও জোট বাঁধে। আমাদের জোট পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও আলাদা পথে হেঁটেছিল দুই দল। পাঞ্জাবের ১৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে একটি আসনে জয় পেয়েছিল অকালি দল। বাঠিন্ডা কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন হরসিমরত কৌর বাদল। অন্যদিকে, পঞ্জাবে খাতা খুলতে পারেনি বিজেপি। সেই পরিস্থিতিতে ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের জোটবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দুই দল। কিন্তু বিপদ এখনও তাদের সামনে। কারণ, মোদি কৃষি আইন প্রত্যাহার করলেও এখনও সব দাবি পূরণ করেননি কৃষকদের। তাই আবার আন্দোলনে নামছেন তাঁরা। এর প্রভাব সামনের বিধানসভা নির্বাচনে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

মেরে ফেলতেই তুলে নেওয়া হয়েছিল রাজীবের নিরাপত্তা

বিস্ফোরক সোনিয়া–রাহুল

নয়াদিল্লি: বিস্ফোরক অভিযোগ সোনিয়া গান্ধীর। চাঁচাছোলা ভাষায় জানিয়ে দিলেন, রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তা প্রত্যাহার কোনও সাধারণ বিষয় ছিল না। তাঁকে হত্যার পথ সুগম করার জন্য তা করা হয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবেই। তাঁর স্মৃতিকথামূলক বই 'বিলংগিং : আ জার্নি অফ লাভ' নিয়ে পুত্র রাহুল গান্ধী এবং কন্যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় এই দাবি করলেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। তাঁর দাবি, সেই সময়ে খোলা জিপে ঘুরে বেড়াতেন রাজীব। তাঁকে বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়েছে। ইটও ছোঁড়া হয়েছে তাঁকে লক্ষ্য করে। মূলত বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলোতেই রাজীবের সফর নিয়ে উদ্বেগে থাকতেন তিনি। সোনিয়ার অভিযোগ, রাজীবের নিরাপত্তার বিষয়টিকে তারা ঠিকমতো গুরুত্বই দেয়নি। ভিডিওটি এক্স হ্যান্ডেলে প্রচার



করেছেন রাহুলও। তিনিও অভিযোগ করেছেন, তাঁর বাবার নিরাপত্তা সুপরিকল্পিতভাবেই তুলে নেওয়া হয়েছিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে সোনিয়া গান্ধী বলেন, রাহুল একবার তাঁর বাবার সঙ্গে সফরে গিয়েছিলেন। সেবারও তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ হয়েছিল। পাথর ছোঁড়াও হয়েছিল। রাহুল ফিরে এসে বলেছিল, মা, আমরা যদি বাবার নিরাপত্তা নিয়ে কিছু না করি, শীঘ্রই বাবার শেষকৃত্যের জন্য ফিরে আসতে হবে। তাঁরা এ ব্যাপারে সরব হয়েছিলেন।

জাগোবাংলা

এবার কি স্মার্টফোনের বাজারে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ওপেনএআই? চ্যাটজিপিটির নির্মাতা সংস্থার নিজস্ব স্মার্টফোন আনার পরিকল্পনা নিয়ে প্রযুক্তিমহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের খসড়া ভোটার তালিকা

১ লক্ষ ভুয়ো ও দ্বৈত ভোটার রয়েছে! গুরুতর অভিযোগ সমাজবাদী পার্টির

লখনউ: উত্তরপ্রদেশের সদ্য প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম। প্রায় ১ লক্ষ ভুয়ো এবং দ্বৈত (ডুপ্লিকেট) ভোটার থাকার অভিযোগ তুলেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টি (সপা)। গত ১৭ নভেম্বর বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর (এসএসআর) পর প্রকাশিত খসড়া তালিকা যাচাই করে দলের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের ১,৭৩,৭৩০টি বুথের ১৩.৫৬ কোটিরও বেশি (১৩,৫৬,৬৮,৯০৫) ভোটারের তথ্য খতিয়ে দেখে এই বিপুল সংখ্যক ভুয়ো বা একাধিকবার নথিভুক্ত নাম চিহ্নিত করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কাছে এক স্মারকলিপিতে সমাজবাদী পার্টি এই ১ লক্ষ দ্বৈত ভোটারের বিস্তারিত তথ্য জমা দিয়েছে।



সমাজবাদী পার্টির তরফে প্রকাশিত তালিকায় ভয়াবহ সব উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন—গোরখপুর সিটি বিধানসভা কেন্দ্রের ৪২৭ নম্বর বুথে ৩৫ বছর বয়সী অর্চনা গুপ্তার নাম ভোটার তালিকায় ছ'বার (ক্রমিক নম্বর ৭১১, ৩৭৯, ৭৪৫, ০৯, ১০ এবং ১১) নথিভুক্ত রয়েছে। একইভাবে লখনউয়ের সরোজিনী নগর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৩৩ নম্বর বুথে ২২ বছর বয়সী শিবাংশু প্যাটেলের নাম পাঁচবার (ক্রমিক নম্বর ৪১৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮ ও ৪২০) এবং প্রয়াগরাজের সোরাওঁ বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৬৬ নম্বর বুথে ৩৫ বছর বয়সী অনিতা ভার্মার নাম পাঁচবার (ক্রমিক নম্বর ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩ ও ২১৫) পাওয়া গিয়েছে। সপার অভিযোগ, একই নাম, আত্মীয়ের নাম, বয়স এবং ঠিকানা হুবহু এক হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন এপিক (ইপিআইসি) নম্বরে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম তালিকায় তোলা হয়েছে। এছাড়া গত ১৮ নভেম্বর অপর এক অভিযোগপত্রে দলটি দাবি করেছে যে, একই নাম, আত্মীয়ের নাম ও একই বয়স বিশিষ্ট বহু ভোটারকে একই বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ভিন্ন ঠিকানা ও আলাদা এপিক নম্বরে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা গত ১০ এপ্রিলের খসড়া তালিকায় ছিল না।

সমাজবাদী পার্টির উত্তরপ্রদেশ সভাপতি শ্যামলাল পাল জানিয়েছেন, খসড়া তালিকায় এই বিপুল সংখ্যক দ্বৈত ভোটারের উপস্থিতি ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তালিকা সংশোধন করা জরুরি। উল্লেখ্য, এর আগে গত অক্টোবরেও ১০০টি বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষাধিক দ্বৈত ভোটারের তালিকা কমিশনের কাছে জমা দিয়েছিল সপা। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত এপ্রিল মাসে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) পর প্রকাশিত খসড়া তালিকায় রাজ্যে মোট ভোটার ছিলেন ১৩.৩৯ কোটি (৭.৩০ কোটি পুরুষ এবং ৬.০৯ কোটি মহিলা)। ১৭ নভেম্বরের সংশোধিত খসড়া তালিকায় নিট ১৮.৮৪ লক্ষ (১৮,৮৪,১১৩) নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ১০.৯৬ লক্ষ মহিলা এবং ৭.৮৭ লক্ষ পুরুষ ভোটার রয়েছেন। এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ জাতীয় জনসংখ্যা কমিশনের ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশের আনুমানিক মোট জনসংখ্যা ২৪.২৮ কোটি এবং ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা ১৬.১৬ কোটি। সেই তুলনায় ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত নথিভুক্ত ১৩.৫৮ কোটি (১৩,৫৮,৬৮,৯০৫) ভোটারের সংখ্যা প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার চেয়ে প্রায় ২.৫৮ কোটি কম। এদিকে, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই গত ১৪ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নবদীপ রিনওয়া রাজ্যের সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, মাঠপর্যায়ে যাচাইকরণ এবং ফর্ম নিষ্পত্তিতে গাফিলতির কারণে দ্বৈত নাম, লিঙ্গ বা বয়সের ভুল কিংবা অযোগ্য নাম অন্তর্ভুক্তির মতো গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও), বিএলও সুপারভাইজার, ইআরও এবং এইআরওদের দায়বদ্ধ করা হবে এবং নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের সাম্মানিক ভাতা কেটে নেওয়া হবে। কমিশন জানিয়েছে, ১৭ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে বিএলও-দের কাজের মূল্যায়ন করা হবে এবং গাফিলতি প্রমাণিত হলে ত্রুটির গুরুত্ব অনুযায়ী এক মাস পর্যন্ত সাম্মানিক ভাতা কাটা হতে পারে। ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারিকে যোগ্যতার তারিখ ধরে বর্তমানে দাবি ও আপত্তি জানানোর প্রক্রিয়া চলছে এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের সুবিধার্থে আগামী ২২, ২৮ ও ২৯ নভেম্বর বিশেষ শিবিরের আয়োজন করেছে নির্বাচন কমিশন।

রাজ্যের রাজকোষে বাড়ছে রাজস্ব ঘাটতির চাপ, পিআরএস রিপোর্টে উদ্বেগের তথ্য

নয়াদিল্লি: দেশের রাজ্যগুলির সামগ্রিক আর্থিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রকাশিত 'পিআরএস লেজিসলেটিভ রিসার্চ'-এর বার্ষিক প্রতিবেদন 'স্টেট অফ স্টেট ফিন্যান্সেস ২০২৬-২৭'-এ পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষের উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় রাজ্যগুলির সামগ্রিক ব্যয় বেশি হওয়ায় এই প্রতিবেদনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রিপোর্টে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মোট ব্যয়ের প্রায় ৯০ শতাংশই খরচ হচ্ছে অনুৎপাদনশীল বা রাজস্ব খাতে (রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার), যা সর্বভারতীয় গড় ৮২ শতাংশের চেয়ে অনেকটাই বেশি। এর পাশাপাশি, রাজ্যের মোট রাজস্ব আয়ের ৫১ শতাংশই চলে যাচ্ছে কেবল সুদ মেটানো,



সরকারি কর্মীদের বেতন এবং পেনশনের পেছনে।

নিজস্ব কর সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে বাংলা। রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিএসডিপি) অনুপাতে বাংলার নিজস্ব কর রাজস্ব (এসজিএসটি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ভ্যাট ইত্যাদি) আনুমানিক ৬.১ শতাংশ, যেখানে সর্বভারতীয় গড় ৭ শতাংশ। মহারাষ্ট্র (৭.৭%), পাঞ্জাব (৭.২%) এবং কর্ণাটকের (৬.৭%) মতো রাজ্যগুলি নিজস্ব কর আদায়ে বাংলার চেয়ে অনেক এগিয়ে। উদ্বেগের বিষয় হলো, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে দেশের প্রধান নিজস্ব কর উৎসগুলির মধ্যে স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন ফি-তে সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। দেশের ৩১টি রাজ্যের মধ্যে ২৬টি রাজ্যে জিএসডিপির অনুপাতে এই খাতে আয় বাড়লেও, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে তা উল্টে হ্রাস পেয়েছে।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশ ফিরতে চান হাসিনা

প্রত্যর্পণের পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অপেক্ষায় ঢাকা?

নয়াদিল্লি ও ঢাকা: ভারতে নির্বাসনে থাকা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে দেশে ফেরার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে তাঁর মুখপাত্র এই তথ্য নিশ্চিত করার পরই বাংলাদেশের রাজনীতি ও কূটনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। পাল্টা জবাবে বাংলাদেশ সরকার জানিয়েছে, মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করাই এখন তাদের মূল লক্ষ্য। শেখ হাসিনার মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলি এক বিবৃতিতে জানান, ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের বিমানেই শেখ হাসিনাকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সংবিধান পরিপন্থীভাবে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে দাবি করে বিবৃতিতে বলা হয়, দিল্লি থেকে ঢাকায় তাঁর বিমানযাত্রার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। চলতি মাসের শুরুতে বাতিল হয়ে যাওয়া পাসপোর্ট ও অন্যান্য নথিপত্র পুনরায় ইস্যুর আবেদন করার পাশাপাশি হাসিনা জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমানে তাঁর ফেরার ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন।



দিল্লিতে থাকাকালীন প্রথমবারের মতো দেশে ফেরার নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করলেন মুজিবকন্যা। এর পর থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামি লিগের তৎপরতা ও সহিংসতা বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ জাহেদ উর রহমান স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শেখ হাসিনাকে কোন বিমানে আনা হবে তা সরকারের কাছে মুখ্য নয়, বরং প্রত্যর্পণের মাধ্যমে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনাই প্রধান বিষয়। গত বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা করে। বিএনপি সরকারের মুখপাত্র বলেন, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ভারত সরকারের কাছে তাঁকে হস্তান্তরের আবেদন জানানো হয়েছে এবং সরকার সেই দণ্ড কার্যকরের অপেক্ষায় রয়েছে।

ডিসেম্বরকে কেন্দ্র করে সীমান্ত দিয়ে আওয়ামি লিগের পলাতক নেতা-কর্মীদের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে এবং অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, ৫ অগাস্টের পর থেকেই ভারতের মূলধারার গণমাধ্যমে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জটিলতা বাড়াতে পারে। নড়াইলে আওয়ামি লিগ সমর্থকদের কিছু বাড়িতে হামলার ঘটনাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

স্টেথোস্কোপ

25 November, 2026 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

দ্রুত ক্ষত শুকানোর জন্য প্রোটিনযুক্ত খাবার (মাছ, মাংস, ডিম, ডাল) ও ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফলমূল খান এবং প্রচুর জল পান করুন। ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করুন, কারণ এটি রক্ত সঞ্চালন কমিয়ে গ্রাফ্ট নষ্ট করে দিতে পারে

স্কিন গ্রাফটিং



'স্কিন গ্রাফটিং' বা নতুন ত্বকের পুনরুজ্জীবন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশীর্বাদে এই পদ্ধতিতে মানুষ ফিরে পেতে পারে নিজের আগের সুস্থ চেহারা। এর রয়েছে নানা পদ্ধতি। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

১৩ সেপ্টেম্বর কালিম্পংয়ের সিটং-এর ক্যাম্পফায়ারের বারবিকিউয়ের আগুন দগ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন চোপড়ার ২৩ বছরের তরুণী নিকিতা সাহা। তিনমাসের লড়াই শেষে নিকিতা হার মানেন মৃত্যুর কাছে। ৬০%-এর বেশি পুড়ে গিয়েছিলেন নিকিতা। সম্প্রতি ক্যাডাভেরিক স্কিন গ্রাফটিং-এর প্রস্তুতি চলছিল তাঁর। যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবেই অস্ত্রোপ্রচারের আগেই নিকিতা মারা যান।

কী এই স্কিন গ্রাফটিং

স্কিন গ্রাফটিং হল এক ধরনের অস্ত্রোপচার বা সার্জিকাল পদ্ধতি। এতে চিকিৎসকেরা শরীরের এক অংশ থেকে ত্বক নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বা অনুপস্থিত ত্বকের জায়গায় প্রতিস্থাপন করেন। কোনও কারণে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেই ত্বক পুনরুদ্ধার করতে স্কিন গ্রাফট সাজারি হয়। শরীরের সুস্থ অংশ থেকে ত্বক নিয়ে এটা করা হয়। এটি ক্ষত সারাতে, সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে, ত্বকের স্বাভাবিক গঠন এবং কার্যকারিতা ফেরাতে সাহায্য করে।

স্কিন গ্রাফটিং কেন করা হয়

ত্বক কোনও কারণে পুড়ে গেলে, বড় বা গভীর পোড়া ক্ষত ঢাকতে। দুর্ঘটনা, গভীর কাটাছেঁড়া বা দীর্ঘদিনের না-সারা ক্ষত যেমন আলসার সারাতে। টিউমার বা ক্যান্সার-আক্রান্ত ত্বক বাদ দেওয়ার পর ফাঁকা জায়গা পূরণ করতে করা হয়। ত্বকের টিস্যু নষ্ট করে এমন সংক্রমণ বা রোগের পর পুনর্গঠনের জন্য স্কিন গ্রাফটিং করা হয়।



স্কিন গ্রাফটিং ধরন

পুরুত্ব ও গঠন অনুযায়ী রয়েছে বেশ কিছু ধরণ।

■ **স্প্লিট-থিকনেস স্কিন গ্রাফট (STSG) :** একে স্প্লিট স্কিন গ্রাফট(SSG) বা পার্শিয়াল-থিকনেস স্কিন গ্রাফটও বলে। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ত্বকের উপরের (এপিডার্মিস) এবং (ডার্মিস) স্তরের একটি পাতলা অংশ ছেঁচে নেওয়া হয়। ত্বকের ওই টুকরোটি ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বড় ক্ষত বা পোড়া জায়গায় এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষেত্রে সাধারণত উরু থেকে ভাল ত্বক নেওয়া হয়। তবে যদি বড় এলাকার জন্যে গ্রাফটিং লাগে তবে আরও অন্যান্য অংশ থেকেও নেওয়া হয়।

■ **ফুল-থিকনেস স্কিন গ্রাফট (FTSG) :** এপিডার্মিস এবং ডার্মিস স্তর একসঙ্গে কেটে নিয়ে ক্ষত বা ত্রুটিপূর্ণ স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। নাকের ডগা, চোখের পাতা, কান, ঘাড়, মুখ বা হাতের মতো দৃশ্যমান জায়গার ক্ষত সারাতে এটা খুব উপযোগী। সাধারণত রোগীর কানের সামনে বা পেছনে, গলা, কলারবোনের ঠিক ওপর, বাহু, কুঁচকি বা পেটের ত্বক বেছে নেওয়া হয় দাতা ত্বক হিসেবে, যেখানে ত্বকের রঙ ও গঠন ক্ষতস্থানের কাছাকাছি থাকে এবং সেলাই করে সহজে বন্ধ করা যায়।

■ **কম্পোজিট গ্রাফট :** এটা এমন একটি সার্জিকাল পদ্ধতি যেখানে শরীরের কোনও ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত বা পুনর্গঠনের জন্য একাধিক ধরনের টিস্যু (যেমন— ত্বক, তরুণাস্থি বা কার্টিলেজ, চর্বি বা হাড়) একসঙ্গে প্রতিস্থাপন করা হয়। সাধারণ স্কিন গ্রাফটে কেবল ত্বকের স্তর ব্যবহার করা হয়, কিন্তু কম্পোজিট গ্রাফটে ত্বকের পাশাপাশি এর নিচের কাঠামোগত টিস্যুও যুক্ত থাকে। নাকের ডগা বা পাশের অংশ ঠিক করতে কান থেকে ত্বক ও কার্টিলেজ (তরুণাস্থি) একসঙ্গে নিয়ে এখানে বসানো হয়। দুর্ঘটনায় আঙুলের ডগা কেটে গেলে, কাটা অংশের ত্বক ও নরম টিস্যু সরাসরি আঙুলের মাথায় সেলাই করে জোড়া লাগানো হয়। এতে আঙুলের দৈর্ঘ্য বজায় থাকে।

এই তিন পদ্ধতিকে বলে অটোগ্রাফ্ট গ্রাফটিং।

■ **ক্যাডাভেরিক স্কিন গ্রাফটিং :** নিকিতা সাহার জন্যে এই পদ্ধতির ব্যবস্থা নিয়েছিলেন চিকিৎসক দল। এক্ষেত্রে মৃত দাতার শরীর থেকে সংগৃহীত সুস্থ ত্বক (অ্যালোগ্রাফ্ট গ্রাফটিং) ব্যবহার করে গুরুতর ক্ষত বা পোড়া জায়গা সাময়িকভাবে ঢেকে দেওয়া হয়। রোগীর নিজের

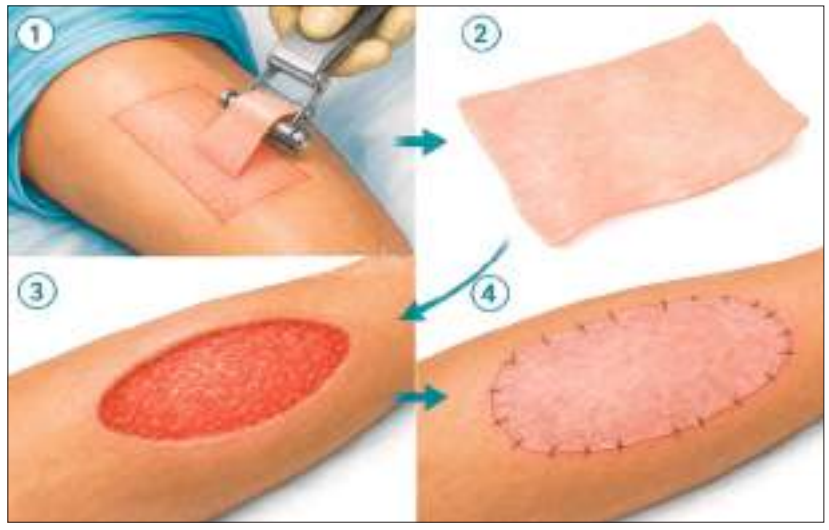

শরীরের পর্যাপ্ত সুস্থ ত্বক না থাকলে বা ক্ষত খুব বড় হলে এটি অস্থায়ী জৈব ড্রেসিং হিসেবে কাজ করে। এটি ক্ষতস্থান ঢেকে রেখে শরীর থেকে তরল ও প্রোটিন ক্ষয় কমায়। বাহ্যিক জীবাণুর সংক্রমণ ও ক্ষতের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। মৃত্যুর পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (সাধারণত ৬ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায়) দাতার শরীর থেকে ত্বক সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত ত্বকে কোনও সংক্রমণ বা রোগজীবাণু আছে কি না তা পরীক্ষা করে বিশেষ উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়। রোগীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সময়ের সঙ্গে এই বাইরের ত্বককে প্রত্যাখ্যান করে। তাই এটি স্থায়ী প্রতিস্থাপন নয়, বরং রোগীকে স্থিতিশীল করা ও স্থায়ী গ্রাফ্টের জন্য ক্ষত প্রস্তুত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

■ **জেনোগ্রাফট গ্রাফটিং :** ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর (যেমন গরু, শূকর,মাছ) টিস্যু হাড় বা অঙ্গ প্রক্রিয়াজাত করে অন্য প্রজাতির (মানব) দেহে প্রতিস্থাপন করা। দাঁতের চিকিৎসায় জেনোগ্রাফ্টের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ডেন্টাল ইমপ্লান্ট, সকেট প্রিজারভেশন, সাইনাস লিফট (চোয়ালের হাড় কম থাকলে) ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকরী।

গ্রাফটিং-পরবর্তী সতর্কতা

■ অস্ত্রোপচারের পর সেরে উঠতে কতটা সময় লাগবে তা গ্রাফটের আকার এবং পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বেশিরভাগ স্কিন গ্রাফট প্রথমবারেই সফল হয়। কখনও কখনও, প্রতিস্থাপিত ত্বক ভালোভাবে সেরে ওঠে না বা আশপাশের ত্বকের সঙ্গে খাপ খায় না। এমনটা হলে আবার স্কিন গ্রাফটের প্রয়োজন হয়। সাধারণত স্কিন গ্রাফটিং-এর পর গ্রাফ্ট করা ত্বকটি শরীরের সঙ্গে সঠিকভাবে জুড়ে যেতে বা প্রাথমিক সুস্থতার জন্য ২ থেকে ৬ সপ্তাহ সময় লাগে, তবে ত্বকের রঙ ও গঠন পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে ৬ মাস থেকে ১ বছর বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে।

■ প্রথম এক থেকে দু সপ্তাহ ড্রেসিং সাবধানে করতে হবে। জল বা অন্যকোনও ধুলোময়লা না লাগে লক্ষ্য রাখতে হবে।

■ গ্রাফ্ট করা স্থানে যেন টান না পড়ে বা ঘষা না লাগে, সেজন্য প্রথম কয়েকদিন ওই অংশটি স্থির রাখতে হবে। হাত বা পায়ে গ্রাফ্ট হলে বালিশ দিয়ে কিছুটা উঁচু করে রাখলে ফোলাভাব ও রক্তক্ষরণের ঝুঁকি কমে।

■ কমপক্ষে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ ভারী জিনিস তোলা, দৌড়ানো বা এমন কোনও ব্যায়াম করবেন না যাতে নতুন ত্বকে টান পড়ে।

■ নতুন ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। গ্রাফ্ট শুকিয়ে যাওয়ার পর অন্তত ১ থেকে ২ বছর সরাসরি সূর্যের আলো এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে বেরোলে উচ্চ এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। পাশাপাশি হট ওয়াটার ব্যাগ বা সরাসরি তাপ দেবেন না।

■ ড্রেসিং খোলার পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ময়েশ্চারাইজার বা ক্রিম ব্যবহার করুন এবং হালকা হাতে ম্যাসাজ করুন, এতে ত্বকের শুষ্কতা ও দাগ কমে। চুলকানি হলে কখনওই নখ দিয়ে চুলকাবেন না।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পক্ষে সংবাদপত্র



ম্যান ইউয়ের জালে বল জড়িয়ে সেলিব্রেশন মুনোজের

মাঠে ময়দানে

১৩
২৫ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ক্রাইস্টচার্চে পৌঁছলেন জাদেজারা।



সানরাইজার্সের মালকিন কাব্য মারানের বিয়ের রিসেপশনে ধোনির সঙ্গে অভিনেতা রজনীকান্ত ও অজিত।



শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রস্তুতিতে জিমে কসরত সঞ্জু স্যামসনের।



হাসপাতালে অসুস্থ মুসিয়ালাকে দেখতে গেলেন বেলিংহ্যাম।



আটলান্টার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের উচ্ছ্বাস ইন্টার মিলানের এসপোসিতোর।



সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ম্যান ইউয়ের বিরুদ্ধে গোল ও অ্যাসিস্টের নজির এনগুমোহার।

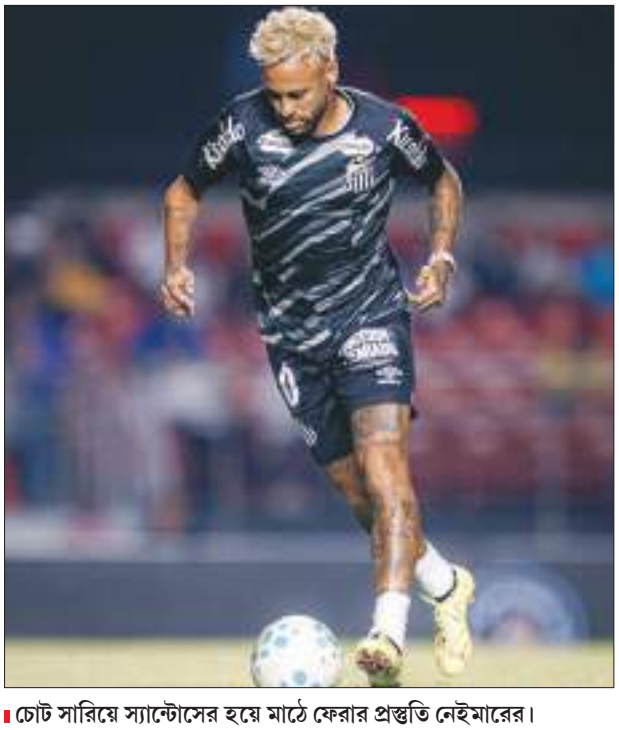

চোট সারিয়ে স্যান্টোসের হয়ে মাঠে ফেরার প্রস্তুতি নেইমারের।



ডার্বির টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৩০০ টাকা। ক্ষোভ সমর্থকদের

জিকসনের গোলে আশা বেঁচে

ইস্টবেঙ্গল ১ **আল হুসেইন ০**



মধ্যমণি জিকসন, ঐতিহাসিক জয়ের উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের। যুবভারতীতে মঙ্গলবার।

প্রতিবেদন : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচে ঐতিহাসিক জয় ইস্টবেঙ্গলের। নক আউটে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখতে জর্ডনের আল হুসেইনের বিরুদ্ধে জিততেই হত লাল-হলুদ বাহিনীকে। কিন্তু বারপোস্ট বারবার বাঁচালেও ভাগ্য সহায় ছিল ইস্টবেঙ্গলের। তবে দিনের শেষে মাথা উঁচু করেই মাঠ ছাড়ল মশাল ব্রিগেড। প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে জয়ের মুখ দেখল ইস্টবেঙ্গল। ৮৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করে নায়ক জিকসন সিং। এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল। আল শোর্তা বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের ফলাফল ইস্টবেঙ্গলের যোগ্যতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এই জয় আইএসএল ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাস বাড়াল হাবাসের দলের। তবে দানি রামিরেজের চোট চিন্তা বাড়াল ইস্টবেঙ্গলের।

মরণ-বাঁচন ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস তাঁর হাতের সেরা অস্ত্রদের নামিয়ে দিয়েছিলেন। মরশুমে এই প্রথম একসঙ্গে পাঁচ বিদেশি খেলালেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ বস। একসঙ্গে দিয়েগো জিভুলিচ, মহম্মদ রশিদ, লোবা, দানি রামিরেজদের খেলিয়েও আধিপত্য নিয়ে খেলতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে আল হুসেইন।

প্রথমার্ধে সেভাবে বলার মতো কিছুই করেনি লাল-হলুদ। বরং প্রতিপক্ষের দুটো শট পোস্টে লেগে ফেরে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় রশিদদের। আর তাতেই চলে আসে সাফল্য। ৮৭ মিনিটে জিকসন অনবদ্য একটি গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে জয় এনে দেন। বক্সের ভিতর থেকে তাঁর জোরাল শট ধরার সামর্থ্য ছিল না আল হুসেইনের গোলকিপারের। অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গোল করেছিলেন জিকসন। এবার এসিএল টু-এ ঐতিহাসিক গোল তাঁর।

ডোনাল্ড-সল্টের দাপটে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড

কুইনসল্যান্ড, ২৪ নভেম্বর : টি-২০ সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড। মঙ্গলবার কুইনসল্যান্ডে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ম্যাচে অজিদের ৮ উইকেটে পরাজিত করল অজিরা। ব্যাট হাতে দাপট দেখালেন ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার ফিল সল্ট (৫৮) এবং অ্যানিউরিন ডোনাল্ড (৮৫)। তাঁদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের জেরে রীতিমতো খেই হারিয়ে ফেলে প্রতিপক্ষের বোলাররা। ফলে ৪১ বল বাকি থাকতেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় দু'বারের টি-২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। নিখিল চৌধুরীর ৪৫ এবং জোয়েল ডেভিসের ৩৯ রানের সুবাদে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৪ রান তুলতে সক্ষম হয় অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন স্যাম কারান ও হেনরি ক্রোকোম্ব।



মারমুখী মেজাজে ডোনাল্ড।

১৮৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই মারমুখী মেজাজে দেখা যায় দুই ইংরেজ ওপেনারকে। শেষ দিকে অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক (১০) এবং টম ব্যানটনের (২৬) ব্যাটের ভর করে ১৩.১ ওভারেই জয় তুলে নেয় ইংল্যান্ড। ৮৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন অ্যানিউরিন ডোনাল্ড। অন্যদিকে, সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৯১ রানে আউট হয়ে অনেকটাই ব্যাকফুটে বাংলাদেশ। মার্কাস অ্যাকারম্যানের (১৫০) এবং ওয়েন মুল্ডারের (১০০) শতরানের জেরে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৭ উইকেটে ৪৯৪ রান তুলেছে প্রোটিয়ারা। তারা ৪০৩ রানে এগিয়ে গিয়ে চালকের আসনেই রয়েছে।

মহামেডানের নতুন পরীক্ষা

প্রতিবেদন : ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলেছে মহামেডান। আর্থিক সংকটে ভোগা সাদা-কালো ব্রিগেড বুধবার ঘরের মাঠে চতুর্থ ম্যাচে রাজস্থান ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। পরপর হারের পরেও ঘুরে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিচ্ছেন মহামেডান কোচ শাহিদ রামন। ফিফার ট্রান্সফার ব্যান, ইনভেস্টর সমস্যায় আইএফএলে ভাল দলই গড়তে পারেনি মহামেডান। কোনও বিদেশি ফুটবলার সই করাতে পারেনি তারা। প্রথম তিন ম্যাচে ইতিবাচক বলতে চারটি গোল করেছে দল। মহামেডান কোচ শাহিদ রামন বলেছেন, তিনটি ম্যাচে কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। আমরা চারটি গোল করেছি। ছেলেরা উজ্জীবিত। আত্মবিশ্বাস হারায়নি দল। টিম স্পিরিট বজায় রেখেই রাজস্থানের বিরুদ্ধে ভাল ফল করার চেষ্টা করব। রাজস্থান শক্ত প্রতিপক্ষ। ভাল কোচ রয়েছে। তবে আমরা প্রস্তুত।

বিধ্বংসী করণ, ভুবিদের হারিয়ে দুইয়ে উঠল বাংলা

প্রতিবেদন : বিপক্ষে তারকাখচিত বোলিং আক্রমণ। মরণ-বাঁচন ম্যাচে ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদবদের উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে বড় জয় তুলে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে নক আউটে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলা। জয়ের নায়ক করণ লাল। মাত্র ২৯ বলে ৮২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন করণ। তাঁর সঙ্গে অভিষেক পোড়েলের ৩৯ বলে ৬৯ রানও উল্লেখযোগ্য। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ বাংলা জেতে ৯৩ রানে। এদিনের বড় জয়ে নেট রান রেট বাড়িয়ে রাখল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। রাজস্থানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে যা কাজে লাগতে পারে। ৬ ম্যাচে চতুর্থ জয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠল বাংলা।

মঙ্গলবার মুম্বইয়ের বিকেসি মাঠে বৃষ্টির জন্য ১৫ ওভারের ম্যাচ করা হয়। সেখানে শুরুতে ব্যাট করে আক্রমণাত্মক শুরু করে বাংলা। নির্ধারিত ১৫ ওভারে মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে ২০১ রান করে বঙ্গ ব্রিগেড। শুরুতে সুদীপ ঘরামির উইকেট হারায় বাংলা। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও বড় রান পাননি। তবে অভিষেক পোড়েল ও করণ মিলে উত্তরপ্রদেশের শক্তিশালী বোলিং আক্রমণকে দুরমুশ করেন। অভিষেক আউট হওয়ার আগে ৭টি চার ও তিনটি ছক্কার সাহায্যে ৩৯ বলে ৬৯ রান করে যান। অন্যদিকে, করণ আরও আগ্রাসী ছিলেন। ২৯ বলে ৮২ রান করেন ৫টি চার ও ৮টি ছয়ের সাহায্যে। ভুবি, কুলদীপ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ বোলিংয়ের পরিচিত মুখ ছিলেন যশ দয়াল, শিবম মাভিরা। প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ঝোড়ো ব্যাটিং করেন করণ ও অভিষেক।



ম্যাচের সেরা করণ। মঙ্গলবার।

জবাবে উত্তরপ্রদেশ নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়েছে। ১৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রানেই আটকে গিয়েছে তারা। মহম্মদ শামি উইকেট পাননি। প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৩ উইকেট পান। অখিলেশ যাদব দু'টি, সায়ন ঘোষ এবং মুকেশ কুমারের ঝুলিতে একটি উইকেট।

৬৮ বলে ১৮১, মুস্তাকে নজির গড়লেন প্রিয়াংশ

ইন্দোর, ২৪ নভেম্বর : টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের নতুন নজির গড়লেন দিল্লির অধিনায়ক প্রিয়াংশ আর্য। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে মাত্র ৬৮ বলে ১৮১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের ব্যাটার। প্রিয়াংশের ইনিংসে ছিল ১৯টি ছক্কা ও ১৪টি চার। অর্থাৎ ১৭০ রানই এসেছে বাউন্ডারি এবং ওভার বাউন্ডারি থেকে। মাত্র ৮ রানের জন্য বিশ্বরেকর্ড হল না।



ইন্দোরের ডেলি কলেজ মাঠে একাই তামিলনাড়ুর বোলিং আক্রমণকে ছিন্নভিন্ন করে দেন দিল্লির বাঁ-হাতি ওপেনার। মাত্র ৩৬ বলে শতরান করেন প্রিয়াংশ। তিনি ভেঙে দিয়েছেন ভারতীয়দের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে কেএল রাহুলের নজির। ২০২৬ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৫২ রান করেছিলেন রাহুল। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ইতিহাসেও ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নজির প্রিয়াংশের। ১৯ ছক্কায় তিনি স্পর্শ করেছেন নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেনকে।

বিশ্বরেকর্ড রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার লুয়ান দ্রে প্রিটোরিয়াসের। চলতি বছরেই তিনি অপরাজিত ১৮৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে প্রিয়াংশ। তৃতীয় স্থানে ক্রিস গেইলের ১৭৫ রান। যা আইপিএলে এখনও ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ। প্রিয়াংশের দাপটে ২০ ওভারে ২৭৫ রান করে দিল্লি। ১১৬ রানে জেতে তারা।

জাগোবাংলা
মাঠে ময়দানে
25 November, 2026 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in
১৫
২৫ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার



অশোভন আচরণ, এশিয়া কাপের ম্যাচে হর্ষিত রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল পাকিস্তান

টেস্টের ব্যাটিং শিখেছি বহু বছর ধরে : রাহুল

ওয়েলিংটন, ২৪ নভেম্বর : টেস্ট ক্রিকেটের ব্যাটিং শিখতে বহু বছর সময় লেগেছে কেএল রাহুলের। অভিজ্ঞতা, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া, নিজের খেলার ধরন সম্পর্কে জানার মাধ্যমেই ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফরম্যাটের চাহিদা বুঝতে শিখেছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে ১৩৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছেন। এরপর বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে নিজের ব্যাটিংয়ের বিবর্তনের কথা জানিয়েছেন রাহুল।

কতটা কঠিন ছিল পরিবর্তনের এই যাত্রা? রাহুল বলেছেন, একটা সময়ে আমি তিন ফরম্যাটেই খেলতাম। টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে ক্রিকেটে প্রায় প্রতি বলেই ব্যাট চালানোর মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে এক সপ্তাহের মধ্যে নিজেকে তৈরি করতে পারা সম্ভব ছিল না। টেস্টে বল ছেড়ে দেওয়া এবং দেরিতে খেলার অভ্যেস করতে হত। এটাই টেস্ট ব্যাটিংয়ের প্রাথমিক শর্ত।

রাহুল উপলব্ধি করেছিলেন, প্রস্তুতি ও মানসিকতায় তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে বিস্তর পার্থক্য। তাঁর কথায়, টেস্ট ক্রিকেটের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ভাবনাচিন্তা, দক্ষতা এবং প্রস্তুতি প্রয়োজন। নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, যে সব সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি, তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার মাধ্যমেই আমি এই ধারণা পেয়েছিলাম।



নিজের আর এক ভালবাসা কফি তৈরির সঙ্গে ব্যাটিংয়ের তুলনা টেনেছেন রাহুল। তিনি বলেছেন, কফি তৈরির সময় ছোট একটা ভুল যেমন স্বাদ নষ্ট করে দিতে পারে, তেমনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে পড়ে থাকার পর একটা খারাপ শট সেই পরিশ্রমকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

অভিজ্ঞ ভারতীয় ব্যাটার মনে করেন, চোটের কারণে অন্তত ১০-১৫টি টেস্ট ম্যাচ তিনি খেলতে পারেননি। রাহুল বলেছেন, চোটের কারণে বেশ কিছু টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। তবে আমি বরাবরই ক্ষুধার্ত ও দায়বদ্ধ থেকেছি।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সিনারকে নিয়ে সংশয়



মিলান, ২৪ নভেম্বর : মরশুমের শেষেই বড়সড় ধাক্কা জানিক সিনারের। হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের জেরে আসন্ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে হয়তো ছিটকে গেলেন এই ইতালিয়ান টেনিস তারকা। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নাকি অস্ত্রোপচারের জন্য ফিনল্যান্ডে পারি দিয়েছেন পাঁচটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। সেখানে নাকি চলতি সপ্তাতেই হাঁটুর অপারেশন সম্পন্ন হবে তাঁর। চলতি বছরের জুলাই মাসে আলেরজান্ডার জেরেবকে উইম্বলডন ফাইনালে হারানোর পর থেকেই হাঁটুর সমস্যায় ভুগছিলেন সিনার। কিন্তু আসল সমস্যাটা কী ছিল সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। আর তিনি নিজেও প্রকাশ্যে এই বিষয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু বাধ্য হয়েই নাকি অস্ত্রোপচারে রাজি হয়েছেন। ইতালিয়ান সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, সিনার আগামী বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফিট হয়ে নামতে পারবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

শুভমনের দাবি নাকচ আইসিসির



দুবাই, ২৪ নভেম্বর : বল নরম হয়ে যাওয়ায় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে সুবিধা পাচ্ছেন না বোলাররা। ওয়েলিংটনে ভারত-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টেস্ট ড্র হওয়ার পরে এই অভিযোগ তুলেছিলেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল। বল পালিশ করার জন্য মুখের লালা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার দাবিও জানান তিনি। কিন্তু শুভমনের দাবি মানতে নারাজ আইসিসি। আপাতত বলের উপর লালা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনও পরিকল্পনা নেই বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার।

করোনা অতিমারির সময় ক্রিকেটার ও আম্পায়ারদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই নিষেধাজ্ঞা চালু হয়েছিল। পরে সেই নিয়ম স্থায়ী হয়। ক্রিকেটের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এমসিসি-র নিয়মেও লালা দিয়ে বলের অবস্থা পরিবর্তন করাকে অনৈতিক বলে গণ্য করা হয়। আইসিসির মতে, লালার সঙ্গে চিউয়িং গাম, মিন্ট বা মিষ্টি মিশিয়ে বলের চরিত্র বদলে ফেলার সম্ভাবনাও রয়েছে। ফলে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। শুভমন অবশ্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয় হাতছাড়া করে নিয়ম বদলের দাবি তুলেছেন। আইসিসি সূত্রে খবর, সংস্থার সাম্প্রতিক বৈঠকে এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। তাছাড়া নিয়ম বদলের জন্য কোনও দেশকে সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে প্রস্তাব দিতে হবে।

খেতাব ফিরে পেল সেনেগাল

জুরিখ, ২৪ নভেম্বর : আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ফাইনাল নিয়ে বিতর্কে আবারও নাটকীয় মোড়। কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসের (সিএএস) রায়ে মাঠের লড়াইয়ে পাওয়া শিরোপা ফিরে পেল সেনেগাল। মরক্কোর বিরুদ্ধে দেওয়া এই রায়ে আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে সেনেগালের ১-০ গোলে জয় বহাল রেখেছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত। দীর্ঘ মামলার রায়ে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ক্যাস জানিয়েছে, তিন বিচারকের প্যানেল সর্বসম্মতিক্রমে সেনেগালকে আফকন খেতাব ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে গত মার্চে আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিএএফ) অ্যাপিল কমিটির দেওয়া রায় বাতিল হয়ে গিয়েছে। সেই রায়ে ফাইনালে সেনেগালের জয় কেড়ে আয়োজক মরক্কোকে ৩-০ গোলে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।



জয়ের ছন্দে চোখ পিএসজি ও বার্সার

পরীক্ষা আজ ম্যান ইউয়ের

প্যারিস, ২৪ নভেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে ছুটছে পিএসজি। চলতি মরশুমে অপ্রতিরোধ্য লাগছে লুইস এনরিকের দলকে। চার ম্যাচে সবক'টিতেই জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা ফরাসি জায়ান্টরা বুধবার রাতে পঞ্চম ম্যাচ খেলতে নামছে ইতালির এএস রোমার বিরুদ্ধে। চার ম্যাচে মাত্র একটি জয় ও একটি ড্রয়ে ২০ নম্বরে রয়েছে রোমা। একই দিনে বার্সেলোনাও নামছে। লামিনে ইয়ামালরা একমাত্র যে ম্যাচে হেরেছে, সেটা পিএসজির বিরুদ্ধেই। বাকি তিনটি ম্যাচ দাপটে জিতেছে বার্সা।



বাকুতে রাফিনহারা।

পঞ্চম ম্যাচে ইয়ামালদের প্রতিপক্ষ এবারই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিষেক হওয়া আজারবাইজানের সাবাহ এফসি। দীর্ঘ বিমানযাত্রা করে বাকুতে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়েছে বার্সা। তাই প্রথম একাদশে নিয়মিত কয়েকজনকে বিশ্রাম দিতে পারেন কোচ হান্সি ফ্লিক। ফুটবলারদের চোটমুক্ত রাখার কথাও ভাবতে হচ্ছে বার্সা কোচকে। অন্যদিকে, পিএসজিতে চোট সমস্যা রয়েছে। চোটে ছিটকে গিয়েছেন দেসিরে দুয়ে। উসমান ডেম্বেলেও ৯০ মিনিট খেলার জায়গায় নেই। আগের ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে নেমেছিলেন। তবে জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে চায় এনরিকের দল। লিসবনে স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে নামছে চাপে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ঘরের মাঠে খেলবেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। পরীক্ষা বায়ার্ন মিউনিখ, লিভারপুলেরও।

রেফারির উপর ক্ষিপ্ত নেইমার

স্যান্টোস, ২৪ নভেম্বর : নেইমারকে ঘিরে বিতর্কের পারদ যেন থামছেই না। এবার তাঁর ক্ষোভের তির প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের পাশাপাশি এবার ধেয়ে গেল ম্যাচের রেফারির দিকেও। ঘরোয়া লিগের ম্যাচে গ্রেমিওর বিপক্ষে ২-০ গোলে পরাজয়ের পর রেফারির ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানিয়েছেন স্যান্টোসের অধিনায়ক। নেইমার অভিযোগ করেন যে, প্রথমার্ধেই গ্রেমিওর ফুটবলাররা তাঁকে ১০ বারের বেশি ফাউল করেছেন। কিন্তু এসব ঘটনার পরও হলুদ কার্ডও না দেখানোয় প্রতিপক্ষ আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকার দাবি, রেফারি নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের টানা-হেঁচড়া ও আঘাত করার পরও বাঁশি বাজাননি।

দীপিকার হ্যাটট্রিক চিনকেও হারাল ভারত



ভোপাল, ২৪ নভেম্বর : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জয়ের ধারা বজায় রাখল ভারতীয় মহিলা হকি দল। মঙ্গলবার চিনকে ৬-২ ব্যবধানে উড়িয়ে টুর্নামেন্টে টানা চার ম্যাচ জিতে নিল এশিয়ান গেমসের সোনা জয়ীরা। দুরন্ত হ্যাটট্রিক করলেন দীপিকা। গোলের তালিকায় নাম লেখালেন লালরেমলসিয়ামি, নেহা এবং সাকশি রানারা। সেমি ফাইনালের টিকিটটা আগেই চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন সালিমা তেতেরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে এদিন এক ইঞ্চিও জমি ছেড়ে দেননি তারা। খেলার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজেই দেখা যায় ভারতের মেয়েদের। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন দীপিকা। এর রেশ কাটতে না কাটতেই মিনিটে পাঁচেক পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি। ১৪ মিনিটে আবারও গোল করে নিজের এবং দলের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন এই ভারতীয় ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ফেং কিংমিয়াওর গোলে খাতা খোলে চিন। কিন্তু গোল খেয়ে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ভারতের মেয়েরা। ১৯ মিনিটে ব্যবধান ৪-১ করেন লালরেমলসিয়ামি। ২২ মিনিটে দলের পাঁচ নম্বর গোলটি করেন নেহা। এরপর ৩৪ মিনিটে চেন টংয়ের গোলে ব্যবধান কমায় চিন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। চার মিনিট পরে চিনের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন সাকশি রানা। এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচ জিতে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে এগিয়ে টেবিলের শীর্ষেই রইল ভারত।

চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন ব্লেয়ার টিকনার



৫৩ বলে ২০৪ রান বিশ্বরেকর্ড বৈভবের



বিধ্বংসী ইনিংসের পর বৈভব। মঙ্গলবার দোহায়। ছবি— বিসিসিআই

বেবি বস

রান ২০৪
বল ৫৩
ছয় ২৮
চার ৭
স্ট্রাইক রেট ৩৮৫

দোহা, ২৪ নভেম্বর : শুধুমাত্র ম্যাচ জিতলেই সেমিফাইনালের টিকিটটা পেয়ে যেত ভারত। কিন্তু রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটাকে হয়তো রেকর্ডের বন্যা বইয়ে দেওয়ার মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বোলারদের নিয়ে শুধুমাত্র ছেলে-খেলা করাই নয়, গড়লেন একাধিক বিশ্ব রেকর্ড। মাত্র ৫৩ বলে ২০৪ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে আবারও ভারতের এই ব্যাটার বুঝিয়ে দিলেন যে সে আগামীতে আরও ধামাকা দেখাবে। সোমবারের ম্যাচে লিস্ট-'এ' এবং ওয়ান ডে ক্রিকেটে সবথেকে দ্রুততম শতরান, দ্রুততম ১৫০ রান এবং দ্রুততম দ্বিশতরান করার নয়া নজির গড়লেন বৈভব। সেইসঙ্গে এই ফরম্যাটে সবথেকে বেশি ছক্কা মারার (২৮টি) রেকর্ড গড়ছেন তিনি। দুরন্ত ব্যাটিং করে সূর্যবংশী মাত্র ২৮ বলে শতরান পূর্ণ করে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের ২৯ বলে সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছেন। জেক ফ্রেজার ২০২৩-'২৪ সালের মার্শ কাপে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়ার মধ্যকার একটি ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েছিলেন। ২০১৫ সালে জোহানেসবার্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩১ বলে সেঞ্চুরি করে এবি ডি'ভিলিয়ার্স এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। শতরান করার পরও নিজের মারমুখী মেজাজ বজায় রাখেন বৈভব। মাত্র ৪০ বলে ১৫০ রান করে আরও একটি রেকর্ড গড়ে ফেলেন এই বিস্ময় কিশোর। এরপর ১৬৩ রানে একবার প্রতিপক্ষ দলের ফিল্ডারের হাত থেকে ক্যাচ পড়ে যাওয়ায় জীবনদান পেয়ে যায় সূর্যবংশী। শুধু তিনিই নন, ভারতের প্রতিটি সমর্থকও যেন ফিরে পান জীবন। সকলেই যে তারিয়ে-তারিয়ে তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিং উপভোগ করছিলেন। তারপর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ৫২ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করে আরও একটি বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ফেলেন বৈভব। ছক্কা মেরে নিজের দ্বিশতরান পূর্ণ করে সে। এরপরের বলেই আউট হয়ে না ফিরে গেলে হয়তো আরও ধামাকা দেখাতে পারত এই বাঁ-হাতি ওপেনার। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। হরপ্রীত সিং ভাটিয়ার ১৩০ রানের উপর ভর করে ৫০ ওভারে ২৪৯ রান তোলে তারা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৪.২ ওভারেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ভারত। ম্যাচের সেরা হয়েছেন বৈভবই।

মুগ্ধ গেইল, উৎসব তুলে রাখল নায়ক

দোহা, ২৪ নভেম্বর : অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ে সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন বিশ্ব ক্রিকেটের বেবি বস বৈভব সূর্যবংশী। টি-টোয়েন্টির 'ইউনিভার্সাল বস' ক্রিস গেইল বাকরুদ্ধ ১৫ বছরের বিস্ময় কিশোরের ব্যাটিং তাণ্ডব দেখে।

ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি বলেছেন, আমি বারবার বলেছি যে, বৈভব সূর্যবংশী সাবাইকে ছাপিয়ে যাবে, আবারও সে প্রমাণ করে দেখাল। মাত্র ৫৩ বলে ২০০ রান করাটা কল্পনারও অতীত। সত্যিই অবিশ্বাস্য এবং অসাধারণ। কখনও ভাবিনি যে এমন কিছু দেখার সৌভাগ্য আমার হবে।

লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি করেও উৎসব করতে চায়নি বৈভব। তার কথায়, আমরা এখন উৎসব করব না। আগে সেমিফাইনাল খেলতে হবে। আশা করছি, সেই লড়াই জিতে আমরা ফাইনাল খেলব। ফাইনালের জন্য উৎসব তোলা থাকল। কার্যত হুঙ্কার উদীয়মান তারকার।

পাকিস্তানের কাছে গ্রুপ লিগে হারের দগদগে ক্ষত যায়নি। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েই উৎসব করতে চাইছে বৈভব। বিস্ময় ব্যাটার আরও বলেছে, আগের দু'টি ম্যাচে ক্রিজে থিতু হয়েও আউট হয়ে গিয়েছিলাম। এদিন মনে হয়েছিল, বোলাররা পিচ থেকে খুব একটা সাহায্য পাচ্ছে না। তাই নিজের উপর ভরসা রেখেছিলাম। পরিকল্পনা ছিল ইনিংসটা যতটা সম্ভব লম্বা করা। সেটাই করতে পেরেছি।



আমি বারবার বলেছি যে, বৈভব সূর্যবংশী সাবাইকে ছাপিয়ে যাবে, আবারও সে প্রমাণ করে দেখাল। মাত্র ৫৩ বলে ২০০ রান করাটা কল্পনারও অতীত। সত্যিই অবিশ্বাস্য এবং অসাধারণ। কখনও ভাবিনি যে এমন কিছু দেখার সৌভাগ্য আমার হবে।

ক্রিস গেইল
প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান তারকা

দ্বিতীয় টেস্টের উইকেটে বাউন্সের আশায় মিচেল



ক্রাইস্টচার্চ, ২৪ নভেম্বর : বেসিন রিজার্ভে প্রথম টেস্টের শেষ দিনে ব্যাট হাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলে হার বাঁচিয়েছে নিউজিল্যান্ড। কিউয়িদের ম্যাচ ড্র করার পিছনে বড়সড় অবদান রয়েছে ড্যারেল মিচেলের। ১৮৬ বল খেলে ৪৯ রান করে ভারতীয় বোলারদের সামনে প্রায় প্রাচীর হয়ে উঠেছিলেন এই ডান হাতি ব্যাটার। তবে প্রথম টেস্টের শেষ দিন বল এত ধীরে এবং নীচু হয়ে ব্যাটে আসবে সেটা আশা করেননি মিচেল। তবে হ্যাগলি ওভালে তথা দ্বিতীয় টেস্টে বাউন্সের উইকেট আশা করছেন তিনি। এদিন ক্রাইস্টচার্চে পৌঁছে কিউয়িদের এই তারকা ব্যাটার বলেন, বেসিন রিজার্ভের পঞ্চম দিন বল খুবই ধীরে এবং নীচু হয়ে ব্যাটে আসছিল। এমনটা আমরা একেবারেই আশা করিনি। তবে এবার আমরা হ্যাগলি ওভালে খেলব, আশা রাখছি এখানকার পিচে বাউন্স থাকবে।

পাশাপাশি, শেষ দিনে ক্রিজে খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে থাকা নিয়েও মন্তব্য করেন ড্যারেল। তাঁর মতে, আমি মনে করি ক্রিজে অনেকসময় টিকে থাকার জন্য যতটা সম্ভব খেলায় মনোযোগী থাকা, বলের দিকে নজর রাখাটা বেশি জরুরি। আর বলের পর বল সেই একই কাজ করে যাওয়া। মাঝে-মাঝে এটা একঘেয়ে লাগতেও পারে, কিন্তু হ্যাঁ, কাজটা সম্পন্ন করতে পারাটা বেশ আনন্দের।

সিরাজকে খেলানোর দাবি এবির

জোহানেসবার্গ, ২৪ নভেম্বর : ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে মহম্মদ সিরাজকে প্রথম একাদশে ফেরানোর দাবি তুললেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক এবি ডি'ভিলিয়ার্স। ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে সিরাজকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। সিরাজকে বাদ দেওয়ায় সমালোচনায় সরব হন সুনীল গাভাসকর, রবি শাস্ত্রীরা। শুক্রবার থেকে হ্যাগলি ওভালে দ্বিতীয় টেস্ট। সিরাজকে প্রথম এগারোয় দেখতে চান ডি'ভিলিয়ার্স। মঙ্গলবার ক্রাইস্টচার্চে পৌঁছে গেলেন শুভমন গিলরা।

অংশুল কম্বোজকে প্রথম টেস্টে খেলানো হলেও বল হাতে সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি তরুণ পেসার। এমনিতে বেসিন রিজার্ভের নিষ্প্রাণ উইকেট বোলারদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ম্যাচ যত গড়াবে হ্যাগলি ওভালের পিচও পাটা হওয়ার সম্ভাবনা। একইসঙ্গে সেখানে বেশি বাউন্স পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে। তাই অভিজ্ঞ সিরাজের খেলা নিয়ে জল্পনা চলছে। প্রথম টেস্টে কম্বোজের পারফরম্যান্স আতশ কাচের নিচে। এই অবস্থায় টিম ম্যানেজমেন্ট সিরাজের অভিজ্ঞতায় ভরসা রাখবে, নাকি তারুণ্যে, সেটাই দেখার।

ডি'ভিলিয়ার্স রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ সিরাজের হয়ে সওয়াল করে বলেছেন, সিরাজের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান হয়তো খুব ভাল নয়। কিন্তু ভারতীয় দলে সিরাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম টেস্টে ওকে না খেলিয়ে খুব ভুল করেছে দল। যে বা যারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা সিরাজের অবদান ভুলে গিয়েছে। পরের টেস্টেই খেলানো উচিত।



ক্রাইস্টচার্চে পৌঁছলেন শুভমনরা। মঙ্গলবার।